সমস্বর©

৬৮-৬৯ তম সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৭

স্থায়ীত্বশীল তামাক নিয়ন্ত্রণে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ জরুরী

www.bata.net.bd

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের **মুখপত্র**

অন্যান্য পাতায় আছে

স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৭ পাস করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন

বিএটিবির 'ব্যাটল অব মাইন্ড' অনুষ্ঠান বর্জন করায় মেয়র সাঈদ খোকন-কে অভিনন্দন

বিআরটিসি বাসে স্থায়ীভাবে ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপন

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি প্রণয়ন জরুরী জাতীয় তামাকমুক্ত দিবসের আলোচনায় বক্তারা

সারাদেশে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস ২০১৭ উদযাপন

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সারাদেশে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান

সাক্ষাৎকার:

অধ্যাপক ডা. মোস্তফা জামান, এডভাইজর, প্রকাশনা ও গবেষণা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-বাংলাদেশ

আবু নাসের খান, চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) ও উপদেষ্টা, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি

সাইফুদ্দিন আহমেদ

নির্বাহী সম্পাদক

আমিনুল ইসলাম সুজন

সদস্য

হেলাল আহমেদ

আমিনুল ইসলাম বকুল

আর্থিক সহযোগিতায়:

The Union
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
Health solutions for the poor

মুদ্রণ: আইমেক্স মিডিয়া লিঃ
ফোন: ৮৮০২-৯১৪৪৯৮০, ০১৭১৩০১৪৪১২

তামাকজাত দ্রব্যের উপর ১% হারে আরোপিত স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ হিসাবে প্রাপ্ত অর্থের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি দ্রুত গ্রহণ করা হোক

অতিদ্রুত জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরি

অর্থ আইন ২০১৪ অনুযায়ী অর্থবছর ২০১৪-১৫ থেকে বাংলাদেশে উৎপাদিত ও আমদানীকৃত সকল তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়মূল্যের উপর ১% হারে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ করা হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটসহ তামাক নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে কর্মরত সকলেই সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারচার্জের অর্থে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। প্রায় দু'বছর পার হলেও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি। যে কারণে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জের ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ান স্পিকার্স সামিটের সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেছিলেন: "আমরা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিমূল করতে চাই। এই ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা যে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিচ্ছি, সেগুলো হচ্ছে:

- প্রথম পদক্ষেপে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবহার করে একটি তহবিল গঠন করা- যা দিয়ে দেশব্যাপী জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
- দ্বিতীয় ধাপে, আমরা তামাকের উপর বর্তমান শুল্ককাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিব। এর উদ্দেশ্য হবে দেশে তামাকজাত পণ্যের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস এবং একই সাথে এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করা।
- সর্বোপরি, আমার সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের জন্য সব ধরণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রাধিকারের সঙ্গে মিল রেখে আমরা আমাদের আইনগুলোকে এফসিটিসি'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করব।"

স্বাস্থ্যকর ব্যবহারের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে ২০১৭ সালের ১৬ অক্টোবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভায় 'স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৭' অনুমোদিত হয়েছে, যা ৮ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এই নীতিমালায় তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবহারের জন্য ১৪টি খাত বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে সভাপতি, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিবকে সহ-সভাপতি, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য)সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে একটি উচ্চপর্যায়ের স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারীকে এ কমিটির সদস্য সচিব করা হয়েছে। আমরা যতদূর জানি, এ কমিটি গঠনের প্রক্রিয়াটিও সম্পন্ন প্রায়।

সারচার্জ এর অর্থ বর্তমানে অর্থ বিভাগের একটি কোড-এর ভিত্তিতে জমা হচ্ছে বলে জানা গেছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কাছে এ অর্থ আনতে একটি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরি, যা এখনও চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি। আমরা মনে করি, তামাক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বিবেচনায় অতিদ্রুত জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরি। আশা করি, সংশ্লিষ্টরা এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

স্থায়ীত্বশীল তামাক নিয়ন্ত্রণে সারচার্জের অর্থে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরী

বাংলাদেশ ৪৩.৩% প্রাপ্তবয়স্ক লোক তামাক ব্যবহার করে। এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে তামাকের ভয়াবহ প্রভাবমুক্ত রাখতে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী। ১২ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্টের আয়োজনে "দীর্ঘস্থায়ী তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ এবং করনীয়" শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর সভাপতি ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উপদেষ্টা মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু'র সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. মুজিবুল হক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো মহাপরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল'র সমন্বয়কারী মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, পরিবেশ বাচাঁও আন্দোলন এর চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র উপদেষ্টা আবু নাসের খান, দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র পরিচালক গাউস পিয়ারী। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র স্বাস্থ্য অধিকার বিভাগের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান ও সঞ্চালনা করেন সংগঠনের বাসযোগ্য নগরী বিভাগের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক মারুফ হোসেন।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী মো. মুজিবুল হক বলেন, মানুষ এখন তামাকের কুফল সর্ম্পকে আগের চেয়ে অনেক সচেতন। তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে কর বৃদ্ধি মানুষকে তামাক সেবনে অধিকভাবে নিরুৎসাহিত করবে। তিনি নির্বাচনে বিড়ি, সিগারেটের ব্যবহার বন্ধে নির্বাচন কমিশনার ও প্রার্থীদের এগিয়ে আসার আহবান জানান।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, স্থায়ীত্বশীল তামাক নিয়ন্ত্রণে সারচার্জের অর্থে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরী।

মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু বলেন, সরকার ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তবে স্থায়ীত্বশীল তামাক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এসকল চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে প্রয়োজন সমন্বিত কার্যক্রম ও যথাযথ উদ্যোগ।

সৈয়দ মাহবুবুল আলম বলেন, বাংলাদেশের ৬১% মৃত্যুর কারণ অসংক্রামক রোগ। তামাক কোম্পানিগুলোর কূট-কৌশলের কারণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নানা প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে। স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশের যে সুনাম রয়েছে তা অক্ষুন্ন রাখতে হলে তামাক নিয়ন্ত্রণের প্রতিবন্ধকতাগুলো অতিক্রমে উদ্যোগী হতে হবে। এ ক্ষেত্রে এফসিটিসির আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী।

আবু নাসের খান বলেন, তামাক চাষ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তাই কৃষি জমিতে তামাক চাষ নিষিদ্ধ করতে হবে। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি, তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রণয়নের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস বলেন, সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনগুলোর সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে এগিয়ে নেবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি, তামাক চাষ নীতি এবং জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি প্রণয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

খন্দকার রাকিবুর রহমান বলেন, শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ নয়, জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে । এজন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাগুলোও এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

সেমিনারে বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোশিয়েশন, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, আধূনিক, এইড ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, একলাব, ব্র্যাক, কারিতাস, সুশীলন, ঘাসফুল, ডাস বাংলাদেশ, নবনীতা, বিএনপিএস, প্রদেশ, উদ্যোগ, বাংলাদেশ ইয়ুথ ফাস্ট কর্নসার্ণ, গ্রীণ মাইন্ড সোসাইটি, মাস্তুল, হিমু পরিবহন, পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন, মর্ডাণ ক্লাব, বীনা সংস্থা, ইউসেফ বাংলাদেশ, গ্রামীণ শিক্ষা, আল ইমরান ফাউন্ডেশন, সম্প্রীতি পরিবারসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

মতবিনিসময় সভায় বক্তাদের অভিমত
"তামাক কোম্পানিগুলো সুশাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধক"

'তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। তামাক কোম্পানির অপপ্রচার ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করা সুশাসনের জন্য প্রতিবন্ধকতা'। ১৯ জুলাই'১৭ বিকালে মোহাম্মদপুরে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

"তামাক নিয়ন্ত্রণে স্থায়ীত্বশীল আর্থিক যোগান নিশ্চিতে দ্রুত সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি পাশ করা জরুরী" শীর্ষক সভা যৌথভাবে আয়োজন করে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) ও ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট।

সুপ্র'র সভাপতি হারুনুর রশিদ এর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, দর্পনের নির্বাহী পরিচালক মো. মাহবুব মোর্শেদ, সুপ্র'র ভাইস চেয়ার মঞ্জুরানী প্রামাণিক, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের মূখপাত্র আমিনুল ইসলাম সুজন। সভায় একলাব, পাবনা গ্রগতি সংস্থা, প্রদেশ, সলিডারিটি, এইড ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

১৮ জুলাই সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র উদ্যোগে "সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতিসহ সকল তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখার" দাবিতে আয়োজিত কর্মসূচিতে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

নীতি নির্ধারক ও সরকারি কর্মকর্তাদের তামাক কোম্পানি থেকে দূরে থাকার আহবান

জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাসে তামাকজাত দ্রব্যের উপর ধারাবাহিক কর বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করছে। যা সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অর্জনসমূহকে বাধাগ্রস্ত করছে। তাই জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক কোম্পানিগুলোর বিভ্রান্তিকর প্রচেষ্টা সম্পর্কে সজাগ ও দূরে থাকার জন্য সরকারের নীতি নির্ধারকদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীরা। ৩০ জুলাই'১৭ সকাল সাড়ে ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট'র আয়োজনে অবস্থান কর্মসূচিতে এ আহবান জানানো হয়।

তামাকের মোড়কে আইনানুগ সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর দাবি তামাক বিরোধী সংস্থার মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

তামাক পণ্যের প্যাকেটে আইনানুগ সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর দাবিতে এসিডি, এইড, বিসিসিপি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, প্রত্যাশা, প্রজ্ঞা, টিসিআরসি, ইপসা, উবিনীগ, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টসহ বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠন ১০ আগস্ট' ১৭ সকাল ১১টায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি আয়োজন করে। পরে একটি প্রতিনিধি দল জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চেয়ারম্যান নজিবুর রহমানের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন।

বক্তারা বলেন, তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর আইনানুগ বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তামাক কোম্পানির ব্যান্ড রোল বা স্ট্যাম্পের দোহাই দিয়ে প্যাকেটের নিম্নভাগে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ পূনর্বহালের দাবি অযৌক্তিক। সিগারেটের প্যাকেটের সামনে/পিছনের পরিবর্তে পার্শ্বদেশে লম্বালম্বিভাবে স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল লাগিয়ে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। উল্লেখ্য, কানাডাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্যাকেটের পার্শ্বদেশে স্ট্যাম্প লাগানোর বিধান প্রচলিত রয়েছে।

শিশুদের সামনে ধূমপান বন্ধের দাবীতে রাস্তায় ফুটবল খেলার প্রদর্শনী

১৭ ডিসেম্বর পুরনো ঢাকার পদ্মনীধি লেনে শিশু-কিশোরদের মধ্যে ধূমপানবিরোধী সচেতনতা গড়ে তুলতে 'প্রত্যাশা" মাদক বিরোধী সংগঠনের উদ্যোগে ব্যতিক্রমী 'স্ট্রীট ফুটবল শো' অনুষ্ঠিত হয়। পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি হতে শিশুদের রক্ষার আহবান জানিয়ে আয়োজিত ফুটবল খেলায় ১৬টি ক্ষুদে ফুটবল দল অংশ নেয়। ধূমপানের ক্ষতিকর স্লোগানসমৃদ্ধ বিভিন্ন রং-বেরংয়ের ব্যানার-ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করে।

দিনব্যাপী ফুটবল খেলায় দক্ষিণ মৈশুন্ডী বয়েজ ক্লাব চ্যাম্পিয়ন এবং বন্ধু বয়েজ ক্লাব রানার্স আপ হয়। খেলা শুরুর পূর্বে অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড় ও দর্শকরা ভবিষ্যতে ধূমপান ও মাদক থেকে দূরে থাকবেন এবং নিজ নিজ বাড়ী ধূমপানমুক্ত রাখার শপথ পাঠ করান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী।

সমাপনী বক্তব্যে 'প্রত্যাশা'র সেক্রেটারি জেনারেল হেলাল আহমেদ সম্প্রতি দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য উল্লেখ করে বলেন, যত্রতত্র ধূমপানের কারণে শিশুরা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে। তাদের শরীরে নিকোটিন-এর মত ক্ষতিকর উপাদান পাওয়া গেছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য দেশের সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক আব্দুল মজিদ কাজল, আ: গণি প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৭ পাস করায়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন

১৬ অক্টোবর "স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৭" পাস হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিবসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানিয়েছে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট। ১৯ অক্টোবর'১৭ সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে 'জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি' প্রণয়ন করার আহবান জানানো হয়।

প্রত্যাশা'র সেক্রেটারি জেনারেল হেলাল আহমেদ এর সভাপতিত্বে কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক সংগঠন দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, সিটিএফকে'র প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর রহমান মাসুদ, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ এর প্রোগ্রাম অফিসার ডা. শামীম যুবায়ের, মডার্ণ ক্লাবের সভাপতি আবুল হাসনাত, টিসিআরসি'র প্রকল্প কর্মকর্তা ফারহানা জামান লিজা, তামাক বিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ) এর সদস্য রোকেয়া বেগম, এইড ফাউন্ডেশনের ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা কাজী মো. হাসিবুল হক, তরুণ নেতৃত্ব বাংলাদেশ এর সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী প্রমূখ। কর্মসূচি সঞ্চালনা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা আবু রায়হান।

স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৭ পাসে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব রোকসানা কাদের ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল'র সমন্বয়কারী মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুসকে বৃক্ষ দিয়ে অভিনন্দন জানান তামাক নিয়ন্ত্রণে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ।

তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর দাবীর প্রেক্ষিতে বুয়েটে 'ব্যাটল অব মাইন্ড' কর্মসূচি বন্ধ

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণদেরকে চাকুরী প্রদানের নামে অভিনব প্রচারণা কার্যক্রম (Battle of Mind) পরিচালনা করছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)। তথাকথিত এ কার্যক্রমের আড়ালে তামাকের আগ্রাসী প্রচারণা এবং সম্ভাবনাময় তরুণ প্রজন্মের হাতে সিগারেট নামক মৃত্যুশলাকা তুলে দিচ্ছে বিএটিবি। সরকার যেখানে বাংলাদেশকে 'তামাকমুক্ত দেশ' হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে, সেখানে ধূর্ত তামাক কোম্পানি বিএটিবি নতুন ধূমপায়ী তৈরীতে নানারকম প্রতারণামূলক কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে এ ধরনের কার্যক্রম বন্ধের দাবী জানিয়েছে তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

২৫ অক্টোবর বুয়েটে বিএটিবি'র Battle of Mind কর্মসূচী বন্ধের দাবীতে অবস্থান নেয় তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহ এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করে ধূর্ত তামাক কোম্পানির এধরনের কার্যক্রম বন্ধের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করে। বুয়েট কর্তৃপক্ষ 'ব্যাটল অব মাইন্ড' এর প্রচারণা কর্মসূচি বন্ধ ঘোষণা করেন।

লাইসেন্সিং তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য ভালো উদ্যোগ -তথ্য মন্ত্রী

এইড ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে তামাক বিরোধী একটি প্রতিনিধিদল ৭ নভেম্বর'১৭ তথ্য মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু'র সঙ্গে বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করে।

প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে তামাকজাত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করার উপর গুরুত্ব আরোপ ও নীতিমালা প্রনয়ণে উদ্যোগ গ্রহণে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হয়। তথ্য মন্ত্রী এসময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্রে লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবনা একটা ভাল উদ্যোগ হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেন।

অর্থ সচিবের সাথে জোট'র প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের একটি প্রতিনিধি দল ২৩ নভেম্বর অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব **মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী'র** সাথে তাঁর কার্যালয়ে স্বাক্ষাৎ করেন।

প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ, তামাকজাত দ্রব্যের উপর বর্তমান বিভিন্ন স্তরের (স্ল্যাব) কর প্রথা বাতিল, তামাক চাষে অতিরিক্ত ভূমি কর ও পরিবেশ কর আরোপ, বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানিতে সরকারের অংশীদারিত্ব প্রত্যাহারে সহযোগিতার আহবান জানানো হয়। প্রতিনিধিবৃন্দ আরো বলেন, তামাক কোম্পানিতে এ অংশীদারিত্ব সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই সরকারের এ ধরনের অংশীদারিত্ব থেকে পর্যায়ক্রমে সরে আসা উচিৎ।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র উপদেষ্টা এবং পরিবেশ বাচাঁও আন্দোলনের চেয়ারম্যান আবু নাসের খান এর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন দি ইউনিয়ন'র কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক মো. বজলুর রহমান, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান এবং প্রকল্প কর্মকর্তা ফাহমিদা ইসলাম।

তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় ও বিপণন নিয়ন্ত্রনে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান

এইড ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মোহাম্মদপুর বাবর রোডস্থ অফিসের সম্মেলন কক্ষে ২৯ নভেম্বর'১৭ সকাল সাড়ে ১০টায় "খুচরা তামাকজাত দ্রব্য বিপণন নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকারের করণীয় এবং আইন" বিষয়ক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এইড ফাউন্ডেশন সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক।

বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণায়ের সচিব (অব.) কাজী আবুল কাশেম, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আইন কর্মকর্তা (উপ-সচিব) এস.এম. মাসুদুল হক, সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফুদ্দিন আহম্মেদ, ব্র্যাকের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. আকরামুল ইসলাম, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র নির্বাহী পরিচালক সাইফুদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিয়নের কারিগরি উপদেষ্টা এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল'র প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম, মানিকগঞ্জ পৌরসভার লাইসেন্স ইন্সপেক্টর মো. সাইদুর রহমান, ইপসা'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. নাজমুল হায়দার, তাবিনাজের সদস্য রোকেয়া বেগম প্রমূখ। যত্রতত্র তামাকজাত পণ্যের বিক্রয় ও বিপণন নিয়ন্ত্রনে লাইসেন্সিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারে বলে জানান বক্তাগণ।

"টোব্যাকো প্যাক সার্ভেলাইন্স সিস্টেম" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল টোব্যাকো কন্ট্রোল (আইজিটিসি), জন হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেল্‌থ এবং টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) এর যৌথ আয়োজনে ডিআইইউ বনানী ক্যাম্পাসে "টোব্যাকো প্যাক সার্ভেলাইন্স সিস্টেম" শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

দু-দিনব্যাপী কর্মশালায় তামাক নিয়ন্ত্রণে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রয়োজনীয়তা ও সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীযুক্ত তামাক পণ্যের মোড়কের জরিপ সম্পর্কিত আলোচনা ও এ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতিসমূহ তুলে ধরে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইজিটিসি এর রিসার্চ প্রোগ্রাম ম্যানেজার মাইকেল ইকাবোলি ও টিসিআরসি'র পক্ষে প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. বজলুর রহমান।

৩ ডিসেম্বর কর্মশালার প্রথম দিনে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. কে এম মোহসিন, টিসিআরসি'র সভাপতি ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, দি ইউনিয়নের কারিগরিক পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, ডিআইইউ এর ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মো. মাইনুল ইসলাম, ব্যবসায় প্রসাশন বিভাগের প্রধান সহকারী অধ্যাপক মো. রুহুল আমিন, আইন বিভাগের প্রধান সহকারী অধ্যাপক মিলি সুলতানা, প্রভাষক মশিউর রহমান শাওন, টিসিআরসি'র প্রকল্প কর্মকর্তা ফরহানা জামান লিজা, মো. মহিউদ্দিন রাসেল প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালার দ্বিতীয় দিন ৪ ডিসেম্বর সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীযুক্ত তামাক পণ্যের মোড়কের জরিপ সম্পর্কিত আলোচনা ও এ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতিসমূহ তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম (বিসিসিপি) এর সিনিয়র উপ-পরিচালক ডা. নজরুল হক জরিপকারীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ট্রাষ্টি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ও টিসিআরসি'র প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, দি ইউনিয়নের কারিগরিক পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম ও আইজিটিসি এর রিসার্চ প্রোগ্রাম ম্যানেজার মাইকেল ইকাবোলি।

বিএটিবির 'ব্যাটল অব মাইন্ড' অনুষ্ঠান বর্জন করায় মেয়র সাঈদ খোকন-কে অভিনন্দন

বহুজাতিক তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) এর 'ব্যাটল অফ মাইন্ড' অনুষ্ঠান বর্জন করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন। বিএটিবি-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ৬ ডিসেম্বর র‍্যাডিসন ব্লু হোটেলে 'ব্যাটল অফ মাইন্ড ২০১৭' প্রতিযোগিতার গ্রান্ড ফিনালে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মেয়রের উপস্থিত থাকার কথা ছিল।

৭ ডিসেম্বর দুপুরে বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংস্থার একটি প্রতিনিধি দল ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন এর সাথে নগরভবনে স্বাক্ষাৎ করে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে সিটি কর্পোরেশনে ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপন, তামাক নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গতিশীলকরণ এবং যত্রতত্র তামাকজাত পণ্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার অনুরোধ জানানো হয়। তিনি এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে প্রতিনিদলকে আশ্বাস প্রদান করেন।

স্বাক্ষাৎকালে মেয়র সাঈদ খোকন বলেন, প্রধানমন্ত্রী তামাকের ভয়াবহ ক্ষতির বিষয়টি উপলব্ধি করে ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। আমাদের অবস্থানও তামাকের বিরুদ্ধে। নীতিগত অবস্থান থেকে আমি বিএটিবি'র "ব্যাটেল অব মাইন্ড" কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করিনি। "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" গড়ে তোলার জন্য সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগ অব্যাহত এবং ভবিষ্যতেও সার্বিক সহযোগিতা থাকবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন'র সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র পরিচালক গাউস পিয়ারী, দি ইউনিয়ন'র কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, ইপসা'র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক মো. নাজমুল হায়দার, একলাব'র প্রকল্প সমন্বয়ক আব্দুল কাদের, এইড ফাউন্ডেশন'র সিনিয়র এডভোকেসি কর্মকর্তা কাজী মো. হাসিবুল হক, নবনীতা মহিলা কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক আতিকা হোসেন, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র মিডিয়া এডভোকেসি অফিসার সৈয়দ সাইফুল আলম, টিসিআরসি'র প্রকল্প কর্মকর্তা মো. মহিউদ্দিন।

উল্লেখ্য, 'প্রত্যাশা' বিএটিবি'র "ব্যাটল অব মাইন্ড গ্রান্ড ফিনালে-২০১৭" অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করতে মেয়র মহোদয় বরাবর চিঠি প্রেরণ করে।

তামাকজাত পণ্যের কর বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখার দাবী

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য কয়েকগুণ বাড়লেও তামাকজাত পণ্যের মূল্য আশানুরূপ বাড়েনি। তামাক পণ্যের মূল্য না বাড়ার জন্য অন্যতম প্রধান কারন তামাক কোম্পানিগুলোর অপচেষ্টা, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি এবং এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে অন্তরায়।

২৮ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র উদ্যোগে "কর নীতিতে তামাক কোম্পানির প্রভাব প্রতিহত করা হোক" শীর্ষক একটি অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তারা এ মন্তব্য করেন। এসময় তারা তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও করবৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্ল্যাব/স্তর প্রথা বিলুপ্তিরও দাবী জানান। কর্মসূচি শেষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর তামাকের শক্তিশালী শুল্কনীতি গ্রহণ এবং আসন্ন ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি এবং উচ্চহারে কর বৃদ্ধির দাবী জানিয়ে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

'প্রত্যাশা' মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ এর সভাপতিত্বে কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন বস্তি উন্নয়ন ও কর্মসহায়ক সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো. হাসিনুর রহমান, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, ইপসা'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. নাজমুল হায়দার, মডার্ণ ক্লাবের সভাপতি আবুল হাসনাত, তামাক বিরোধী নারী জোট'র সদস্য রোকেয়া বেগম, প্রিমেস্ড এর নির্বাহী পরিচালক মো. আল মাসুদ, পিএসএস সংস্থার নির্বাহী পরিচালক কে.এম রকিবুল ইসলাম রিপন, পিডিএস এর সদস্য মো. নাজমুল আলম অনিক। কর্মসূচি সঞ্চালনা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের নেটওয়ার্ক কর্মকর্তা শুভ কর্মকার।

বিআরটিসি বাসে স্থায়ীভাবে ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপন

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের সকল পরিবহণ ধূমপানমুক্ত রাখতে স্থায়ীভাবে ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বিআরটিসি। ৯ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় কমলাপুর বিআরটিসি বাস ডিপোতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মো. নজরুল ইসলাম, ডিটিসিএ এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ আহম্মদ এবং বিআরটিসি এর চেয়ারম্যান ফরিদ আহমেদ ভুইয়া একটি বাসে স্থায়ীভাবে **"ধুমপানমুক্ত পরিবহন"** সাইন স্থাপনের এর মাধ্যমে এ উদ্যোগের শুভ সূচনা করেন

এ সময় **বিআরটিসির চেয়ারম্যান ফরিদ আহমেদ ভুইয়া** বলেন, যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধি এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে পূর্ব থেকেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে বিআরটিসি। এই উদ্যোগ তারই অংশ। ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় বাস্তবায়ন এবং পাবলিক পরিবহণে ভ্রমণকারীদের ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষায় আমাদের এধরনের উদ্যোগ অব্যহত থাকবে। চেয়ারম্যান বিআরটিসির সাথে সমন্বিতভাবে এধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসায় বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এর পূর্বে ১১ অক্টোবর, ১৭ মতিঝিলস্থ বিআরটিসি ভবনে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের একটি প্রতিনিধি দল বিআরটিসি চেয়ারম্যান অতিরিক্ত সচিব ফরিদ আহমদ ভূঁইয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে বিআরটিসি বাসে ড্রাইভারের ধূমপান করা ও যাত্রীদের পরোক্ষ ধূমপানের বিষয়টি নজরে আনা হয়।

ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া জনগণকে পরোক্ষ ধূমপানের কবল থেকে রক্ষা এবং সর্বোপরি জনস্বার্থে প্রণীত এ আইনটির যথাযথ বাস্তবায়নে তাদের প্রায় ১ হাজার একশত বাসের চালক ও সকল স্টাফদেরকে বাসে ধূমপান থেকে বিরত রাখতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে জানান।

তিনি তাৎক্ষনিকভাবে প্রতিনিধিদলের উপস্থিতিতেই উল্লেখিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করেন। পরে তিনি তাঁর কার্যালয়ের নিচে একটি বাস পরিদর্শন করে বাসের বাইরে ও ভিতরের উল্লেখযোগ্য দৃশ্যমান স্থানে পূনরায় ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি প্রণয়ন জরুরী
জাতীয় তামাকমুক্ত দিবসের আলোচনায় বক্তারা

২০০০ সাল থেকেই ৯ অক্টোবর ব্যাপকভাবে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে জাতীয়ভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তামাক বিরোধী কার্যক্রমে অবদানের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ২০১১ সাল থেকে ৯ অক্টোবরকে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস হিসাবে ঘোষণা করার দাবী জানিয়ে বেসরকারীভাবে সারাদেশে "জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস" পালন করছে। এ বছর জাতীয় তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'সারচার্জের অর্থে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হোক'।

দিবসটি উপলক্ষে ৭ অক্টোবর ২০১৭ বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট জাতীয় প্রেসক্লাব এর সেমিনার কক্ষে "জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উদযাপন ও সম্মাননা প্রদান" করা হয়। ***দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব:) আব্দুল মালিক কে জোট'র পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।***

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উপদেষ্টা ও বিএসএসএমইউ এর সাবেক ভাইস চ্যান্সলর অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, সভাপতিত্ব করেন জোট'র সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ। আরও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোসা. নাছিমা বেগম, দ্যা ইউনিয়নের কারিগরি উপদেষ্টা এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল হেলাল আহমেদ এবং প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল।

অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত বলেন, অকালমৃত্যু ও অসুস্থ্যতা হ্রাস এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে নানা ধরনের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত সকল তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় মূল্যের উপর ১% হারে 'স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ' আরোপ করেছে। এ অর্থের মাধ্যমে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী।

এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম বলেন, তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার থাকার বিষয়টি দুঃখজনক। সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার পথে প্রধান অন্তরায়। তাই তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার ও তামাক কোম্পানিতে সরকারের প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার করা উচিত।

মোসা. নাছিমা বেগম বলেন, বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের উপর করহার কম হলেও আলাদাভাবে স্বাস্থ্যকর আরোপ করার পদক্ষেপ বৈশ্বিক পরিমন্ডলে প্রশংসিত হয়েছে। স্বাস্থ্যকর হিসাবে গৃহিত অর্থের সঠিক ব্যবহার বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান আরো সুসংহত করবে।

সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার অঙ্গিকার বাস্তবায়নে "জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ এবং সহায়ক অন্যান্য নীতি প্রণয়ন" তরান্বিত করতে হবে।

সারাদেশে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস ২০১৭ উদযাপন

প্রতিবারের ন্যায় এবারও ৯ অক্টোবর সারাদেশে উদযাপিত হয়েছে জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস ২০১৭। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল "স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জের অর্থে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি প্রণয়ণ করা হোক"। দিবসটি উদযাপনের অংশ হিসেবে সারাদেশে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সঙ্গে সম্পৃক্ত সংগঠনগুলোর উদ্যোগে তামাক বিরোধী বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, মানববন্ধন, অবস্থান কর্মসূচি, আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

এসব কর্মসূচিতে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে (জেলা ও উপজেলা) টাস্কফোর্স কমিটির সদস্যবৃন্দ, জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের উপর ১% সারচার্জ আরোপ করা হয়েছিল। উক্ত সারচার্জের অর্থ ব্যবস্থাপনায় সরকার স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৭ গত ১৬ অক্টোবর, ২০১৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ নীতির আলোকে সারচার্জের অর্থ ব্যয়ে 'জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি' প্রণয়ন করা জরুরি। জাতীয় তামাকমুক্ত দিবসে ব"স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জের অর্থে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি প্রণয়ণ" করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে দেশব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। জোটের সচিবালয়ে প্রাপ্ত সংবাদসমূহ গ্রন্থণা করেছেন **আবু রায়হান**।

ঢাকা॥ 'প্রত্যাশা' মাদক বিরোধী সংগঠন-এর উদ্যোগে ১৪ অক্টোবর ব্যতিক্রমী 'ধূমপান বিরোধী বডিবিল্ডিং শো' অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে Body building is Better Than Smoking স্লোগান নিয়ে আয়োজিত কর্মসূচিতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার শরীর চর্চ্চা কেন্দ্র থেকে আগত তরুণরা ধূমপানবিরোধী প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন, ব্যানারসহ বিভিন্ন শারীরিক কসরত প্রদর্শন করেন।

'প্রত্যাশা'র সেক্রেটারি জেনারেল হেলাল আহমেদ এর সভাপতিত্বে এতে বক্তারা বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন কূটকৌশলের মাধ্যমে শিশু-কিশোর-তরুণদের ধূমপানে আসক্ত করতে আইন লঙ্ঘণ করে তামাকের প্রচারণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সেইসাথে নানারকম পুরস্কার ও চাকুরির লোভ দেখিয়ে এই মরণ নেশায় ধাবিত করছে।

এতে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর রহমান মাসুদ, টিসিআরসি'র প্রকল্প কর্মকর্তা ফারহানা জামান লিজা, মহিউদ্দিন রাসেল, সমাজসেবক আব্দুল গফুর প্রমুখ।

রায়পুরা, নরসিংদী॥ পিপল্‌স ডেভলপমেন্ট সোসাইটি পিডিএস এর উদ্যোগে ৯ অক্টোবর রায়পুরার বিনোদন কেন্দ্র পান্থশালায় অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচি উদ্বোধন করেন সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু এমপি। এসময় উপস্থিত ছিলেন রায়পুরা পৌরসভার মেয়র মো. জামাল মোল্লা এবং হাজী আব্দুস ছাত্তার। পরে আনন্দ পার্কের বাইরে তামাক বিরোধী লিফলেট বিতরণ করা হয়। কর্মসূচি পরিচালনা করেন পিডিএস যুব সংস্থার মহাসচিব মো. তাজুল ইসলাম।

বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী॥ ৯ অক্টোবর দুপুরে রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি-পাংশা সড়কের উপজেলা পরিষদ গেইটের সামনে ঘন্টাব্যাপী অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে। সমন্বিত প্রমিলা মুক্তি প্রচেষ্টা ও বালিয়াকান্দি উপজেলা

রিপোর্টার্স ক্লাবের যৌথ আয়োজনে কর্মসূচিতে অংশগ্রহন করেন উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার মো. জামাল উদ্দিন আহম্মেদ, ব্র্যাক সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির কর্মকর্তা মুন্সী মো. ইব্রাহিম, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আজিজুল ইসলাম, সমন্বিত প্রমিলা মুক্তি প্রচেষ্টার পরিচালক মো. মোকাররম হোসেন, বালিয়াকান্দি উপজেলা রিপোর্টার্স ক্লাবের সদস্য সচিব ও রাজবাড়ী জেলা রিপোর্টার্স ক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা, একতা জঙ্গল পল্লী মহিলা উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক মো. জাহিদুর রহিম মোল্যা, রিপোর্টার্স ক্লাবের যগ্ম আহবায়ক ও সমন্বিত প্রমিলা মুক্তি প্রচেষ্টার প্রোগ্রাম অফিসার আজমল হোসেন, রিপোর্টার্স ক্লাবের সদস্য সোহেল খান, হাসিবুল হাসান, ব্যবসায়ী জহুরুল ইসলাম, শিমুল প্রমুখ।

রাজৈর, মাদারীপুর॥ পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন সংস্থা ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র উদ্যোগে রাজৈরে আলমদস্তার আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার মাইনুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাধান সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এইচ এম বোরহান। আরো বক্তব্য রাখেন প্রদেশের নির্বাহী পরিচালক বাবু অনাদি কুমার মন্ডল ও আলমদস্তার আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ।

সিরাজগঞ্জ॥ ডেভেলপমেন্ট ফর ডিজএডভান্টেজড পিপল (ডিডিপি) ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের আয়োজনে সিরাজগঞ্জে জেলা জর্জ কোর্ট সংলগ্ন মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে বক্তব্য রাখেন ডিডিপি'র সভাপতি আবু ফাত্তাহ, নির্বাহী পরিচালক কাজী সোহেল রানা, মামুনুল ইসলাম পাপ্পু, সাংবাদিক বদরুল আলম দুলাল, আল আসাদ প্রমুখ। বক্তারা তামাকজাত দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত সারচার্জের অর্থ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি প্রণয়নের দাবী জানান।

নাটোর॥ সাথী'র আয়োজনে ৯ অক্টোবর সকালে নাটোর রেলস্টেশনে মানববন্ধন ও লিফলেট ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন নাটোর রেলওয়ে ষ্টেশন মাষ্টার অশোক কুমার, সমাজ পরিবেশ নার্সারি উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়কারী মো. সিরাজুল ইসলাম, সাথী সংস্থার সমন্বয়কারী মো. সেলিম হোসেন, প্রোগ্রাম অফিসার মো. আসলাম আলী। কর্মসূচি চলাকালীন সময়ে নাটোর রেলেস্টেশনে আগত যাত্রীদের মাঝে তামাক বিরোধী লিফলেট বিতরণ করা হয়।

আত্রাই, নওগাঁ॥ ৯ অক্টোবর নওগাঁর আত্রাই উপজেলার বান্দাইখাড়া শহরের রহমান স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইসরাফিল আলম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও সাপ্তাহিক প্রজন্মের আলো'র সহায়তায় প্রজন্ম মানবিক অধিকার উন্নয়ন কেন্দ্র এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আত্রাই উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি সভাটি আয়োজন করে। প্রভাষক জাকিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন প্রজন্মের সভাপতি ও সাপ্তাহিক

প্রজন্মের আলো পত্রিকার সম্পাদক অধ্যক্ষ আব্দুর রহমান রিজভী। এসময় প্রভাষক মাসুদ পারভেজ, আবু রেজা, মামুনুর রশিদ, রিপন সরদার, ইদ্রিস আলী, সোহেল রানা, হারুন অর রশিদ উজ্জ্বল, খালেক হাসান, আফাজ উদ্দীন, জহুরুল ইসলাম, রফিকুজ্জামান মানিকসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বান্দাইখাড়া বিএম কলেজ ও রহমান স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউটের ছাত্র-ছাত্রী ও প্রশিক্ষনার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন।

কুষ্টিয়া॥ কুষ্টিয়ায় সোস্যাল এডভান্সমেন্ট ফোরাম (সাফ), নিকুশিমাজ, সিডিএল ট্রাস্ট এর সম্মিলিত উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সাফ এর নির্বাহী পরিচালক ও জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য মীর আব্দুর রাজ্জাক এর পরিচালনায় সিডিএল এর আকতারী সুলতানার সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মিজানুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন দোকান মালিক সমিতির সভাপতি হাজী আব্দুল মালেক রানা। এতে প্রবন্ধ পাঠ করেন সিডিএল'র কর্মকর্তা আছিয়া বেগম। অন্যান্যদের মধ্যে নিকুশিমাজ এর নির্বাহী পরিচালক সালমা সুলতানা, এডভোকেট আব্দুর রশিদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

চুয়াডাঙ্গা॥ প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র আয়োজনে সংস্থার নিজস্ব কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য ও প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বিল্লাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান।

আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ শাহাজাহান বিশ্বাস, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি-সিপিবির সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান প্রমুখ। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রত্যাশার সহ-সমন্বয়কারী আরিফুর রহমান এবং পরিচালনা করেন আসাদুজ্জামান।

যশোর॥ যশোরে পোফ সংস্থার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রশিক্ষিত যুব কল্যাণ সংস্থা (পিযেএস) এর

পরিচালক কাজী মো. জামিউল ইসলাম ডাবলু, পল্লী প্রগতি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ডা. আবুল কালাম আযাদ, সুজন সংঘের সুভাস চন্দ্র প্রমূখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন পোফের পরিচালক মো. জালাল উদ্দিন। এর আগে জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. মাজেদুর রহমান খান এর কাছে স্বারকলিপি প্রদান করা হয় এবং জেলা প্রশাসন চত্বরে ধূমপান বিরোধী ষ্টিকার বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহ॥ এইড ফাউন্ডেশন ও পদ্মা উদ্যোগে ঝিনাইদহ জেলার প্রাণ কেন্দ্রে

মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচিতে এইড ফাউন্ডেশনের উর্ধতন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধি অংশগ্রহন করেন।

ঝিনাইদহ॥ *শেল্টার সমাজ কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে সংস্থার নিজস্ব কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।*

কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ॥ ঊষা সমাজ কল্যাণ সংস্থা ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র উদ্যোগে কোটচাঁদপুর উপজেলার কুশনাই ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় ঊষা সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আঃ হান্নান এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কুশনাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আঃ হান্নান, সচিব সাইফুল ইসলাম, ইউপি সদস্য গোলাম কিবরীয়া বিপ্লব প্রমূখ।

শ্যামনগর, সাতক্ষীরা॥ *বড়কুপট গণচেতনা ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র আয়োজনে শ্যামনগরে মহেন্দ্রমোড় এলাকায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।*

দেবহাটা, সাতক্ষীরা॥ পল্লী সমাজ ফাউন্ডেশন, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কেন্দ্র (ডিডিসি) ও চালতেতলা গণ পাঠাগার এর যৌথ উদ্যোগে শোভাযাত্রা ও চালতেতলায় ডিডিসি কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ডিডিসি'র সভাপতি শেখ মো. হীরন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সাতক্ষীরা সরকারী কলেজের অধ্যাপক ফারুখ হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন পাইকপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, দেবহাটা বিশেষ প্রতিবন্ধী স্কুলের প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান, আলহাজ্ব আবু মুসা, আব্দুর রহিম মোড়ল, আলহাজ্ব নূর ইসলাম, ডা. আব্দুল মাজেদ, মমতাজ উদ্দীন, ফজলুল করিম। বক্তব্য রাখেন পল্লী সমাজ ফাউন্ডেশনের সভানেত্রী আকলিমা খাতুন, চালতেতলা গণপাঠাগার এর সভাপতি রঞ্জন দেব বর্মন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডিডিসি'র নির্বাহী পরিচালক রিয়াজুল ইসলাম।

গাংনী, মেহেরপুর॥ ওআরডি, শানঘাট ও আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের আঁখ সেন্টার সংলগ্ন জেনেসিস আইডিয়াল স্কুলের সামনে অবস্থান কর্মসূচি ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

এতে বক্তব্য রাখেন ওআরডি'র নির্বাহী পরিচালক মো. আবু হোসেন, আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক তৌহিদ-উদ-দৌলা রেজা, এসপিইউএস'র নির্বাহী পরিচালক মো. মহিবুল হক প্রমূখ। এসময় জেনেসিস আইডিয়াল স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী ও শিক্ষক মন্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

আমঝুপি, মেহেরপুর॥ সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র যৌথ উদ্যোগে সংস্থার প্রশিক্ষণ রুমে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুবাহ'র নির্বাহী পরিচালক মো. মঈন উল আলম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন কনজ্যুমার এসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ক্যাব) এর মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সেক্রেটারি মো. রফিকুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্থার বিএলপি প্রকল্প সমন্বয়কারী এস এম আব্দুল কুদ্দুস।

নলসিটি, ঝালকাঠি ॥ নলছিটি মডেল সোসাইটির উদ্যোগে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র সহায়তায় ৯ অক্টোবর বিকেলে নলছিটি উপজেলা প্রাণী সম্পদ সড়কস্থ এনএমএস কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন নলছিটি প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও উপজেলা জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক আবদুল মান্নান ফারুক্কী। নলছিটি মডেল সোসাইটির চেয়ারম্যান আব্দুল কুদ্দুস তালুকদারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন নলছিটি প্যালেস্টাইন টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের প্রভাষক মো. আমির হোসেন, এনএমএস এর নির্বাহী পরিচালক মো. খলিলুর রহমান মৃধা, সাংবাদিক মো. আওলাদ হোসেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর নলছিটি পৌর কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক মো. আজমল হোসেন, মানব সেবার নির্বাহী পরিচালক গাজী রেজাউল করিম প্রমুখ।

পটুয়াখালি॥ আদর্শ মানবসেবা সংস্থা ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র আয়োজনে পটুয়াখালী নদীবন্দরে অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালী নদীবন্দরের সহকারী পরিচালক এস এম বদরুল আলম, আদর্শ মানবসেবা সংস্থার সমন্বয়কারী সৈয়দ সালাহউদ্দিন বাবু,

পটুয়াখালী নার্সিং কলেজের হল সুপার সোনিয়া আক্তার, এপিএ'র পরিচালক মুজিবুল হক প্রমুখ। পরে নদীবন্দরে আগত মানুষের মাঝে তামাক বিরোধী প্রচার পত্র বিতরণ করেন সংস্থার স্বেচ্ছাসেবকগণ।

বেতাগী, বরগুনা॥ ইকোনোমিক ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট এ্যসোসিয়েশন-ইভডা ও ধ্রুবতারার উদ্যোগে বেতাগী মডেল পাইলট বিদ্যালয় সংলগ্ন বোসষ্ট্যান্ড সড়কে ৯ অক্টোবর বিকেলে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

ইভডা'র সভাপতি সাইদুল ইসলাম মন্টু'র সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বেতাগী প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. মিজানুর রহমান মজনু, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. আব্দুল জব্বার, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. মহসিন খান, ধ্রুবতারার বরিশাল বিভাগীয় কমিটির সহ-সভাপতি অলি আহম্মেদ, নাজমুল মামুন শাকিল, মিঠুন দে, মো. সাইফুল্লাহ সাইফ, মো. গিয়াস উদ্দীন, মো. মাসুদুর রহমান, মো. মহিবুল্লাহ ও সুখদেব হাওলাদার।

বরগুনা॥ ৯ অক্টোবর সংগ্রাম ও ধ্রুব ফাউন্ডেশনের আয়োজনে সকাল সাড়ে ১০টায় সংগ্রামের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন ধ্রুব ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মো. আতিকুর রহমান লিটন এবং প্রধান অতিথি ছিলেন সংগ্রামের নির্বাহী পরিচালক চৌধুরী মোহাম্মদ মাসুম। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বরগুনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মো. হাসানুর রহমান ঝন্টু, লোক বেতারের স্টেশন ম্যানেজার মনির হোসেন কামাল, সংগ্রামের উপ-পরিচালক রেশমাতুজ্জামান ও মো. মাসউদ সিকদার প্রমুখ।

খানসামা, দিনাজপুর॥ ৯ অক্টোবর খানসামা উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে বিকাশ ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

খানসামা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. সাজেবুর রহমান সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিকাশ'র নির্বাহী পরিচালক মো. নূরল হক। বক্তব্য রাখেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোছা: ফারজানা আক্তার, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা শিখা রায়, সিএমইএস এর প্রতিনিধি ব্রজেন চন্দ্র রায়, ভিডোর নির্বাহী পরিচালক গোলাম রব্বানী জুয়েল, ব্র্যাকের প্রতিনিধি রিতা আক্তার, আশা'র এরিয়া ম্যানেজার মো. আক্তারুজ্জামান প্রমূখ। এছাড়া নিজেরা করি, সার্ভ, ল্যাম্বসহ অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন ।

মিঠাপুকুর, রংপুর॥ ভিলেজ পিপল অর্গানাইজেশন (ভিপিও), ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব রুরাল পিপল (ডরপ্), শ্যাডো, গণপল্লী উন্নয়ন সংস্থা ও শেয়ার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রংপুরের মিঠাপুকুরে ভিপিও'র নিজস্ব কার্যালয়ের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভিপিও'র নির্বাহী পরিচালক মো. শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে ও প্রকল্প সমন্বয়কারী রেজাউল করিমের সঞ্চালনায়

সভায় বক্তব্য রাখেন ডরপ্ এর পরিচালক এস এম মেরাজ উদ্দিন, শ্যাডো'র নির্বাহী পরিচালক সারওয়ার জামিল খন্দকার, গণপল্লী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক

মো. আজিজুল হক প্রামানিক, শেয়ার ফাউন্ডেশনের পরিচালক দেবাশীষ দাস প্রমূখ। এসময় এলাকার চিকিৎসক, শিক্ষক এবং বালারহাট বাজারের ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

নোয়াখালী॥ আবসা'র আয়োজনে বেগমগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি ও লিফলেট ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। এসময় নোয়াখালী সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. দিপন চন্দ্র মজুমদার, আবসার নির্বাহী পরিচালক আবুল কাশেম, লেখক সুরকার মো. ফখরুল ইসলাম ও আবসার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সুনামগঞ্জ॥ জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের আয়োজনে ও আরডিএসএ এর সহযোগিতায় ৯ অক্টোবর সকাল ১১টায় সদর হাসপাতাল প্রাঙ্গণে অবস্থান

কর্মসূচি পালিত হয়। সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. গৌতম রায়ের সভাপতিত্বে কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. আশুতোষ দাশ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের আরএমও ডা. রফিকুল ইসলাম। এসময় সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিক্যাল অফিসার ডা. মো. আবুল কালাম, সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ওমর ফারুক, আরডিএসএ'র নির্বাহী পরিচালক মো. মিজানুল হক সরকারসহ সদর হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স, চিকিৎসা সহকারী ও স্থানীয় জনসাধারন উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচিতে তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্বলিত লিফলেট স্থানীয় জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয়।

জকিগঞ্জ, সিলেট॥ সিলেট ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস) এবং যুব সংগঠন হাইদ্রাবন্দ ফাইভ স্টার ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে ৯ অক্টোবর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আব্দুস সালাম এর সভাপতিত্বে এবং সত্যজিৎ মল্লিকের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী মো. আব্দুল কাইয়ুম, এসডিএস'র নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হামিদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মো. সাইদুল হক, জুনায়েদ আহমদ, সমাজসেবী মাহতাব আহমদ প্রমূখ।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সারাদেশে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর নির্দেশনায় অক্টোবর, ২০১৭-এ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের উদ্যোগে ও জেলা সিভিল সার্জন অফিস-এর সহায়তায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে প্রতিটি জেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। এতে সহযোগিতা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। কোন কোন এলাকায় তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন রয়েছে এ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে সহায়তা করেছে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠনসমূহ। প্রাপ্ত সংবাদসমূহ গ্রন্থণা করেছেন **আবু রায়হান**।

ঢাকা॥ ৪ অক্টোবর দুপুর ২টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাসফাকুর রহমান এর নেতৃত্বে হাতিরঝিল বেগুনবাড়ি এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন লঙ্ঘণ করে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের দায়ে একজন বিক্রেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা করে। এসময় উপস্থিত ছিলেন জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মহসিন, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র নেটওয়ার্ক কর্মকর্তা শুভ কর্মকার, ঢাকা আহসানিয়া মিশন এর প্রকল্প কর্মকর্তা অদূত রহমান ইমন, টিসিআরসি'র প্রকল্প কর্মকর্তা ফারহানা জামান লিজা, মো. মহিউদ্দিন, প্রত্যাশার কর্মকর্তা আকিব দিপু প্রমূখ।

জামালপুর॥ আইন লঙ্ঘণ করে সচিত্র সতর্কবাণীব্যতিত বিড়ি বাজারজাত করায় ৩ অক্টোবর জামালপুরে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে

মোহিনী বিড়ি ফ্যাক্টরীকে ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) জরিমানা ও পাবলিক প্লেসে ধূমপান করায় ৭ জন ব্যক্তিকে মোট ৬৫০/- টাকা জরিমানা করা হয়। এটি পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। এসময় উপস্থিত ছিলেন জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র সদস্য সংগঠন আদর্শ সমাজ প্রযুক্তি সেবা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো. জাহিদুল ইসলাম।

সিরাজগঞ্জ॥ জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ওবায়দুল্লাহ'র নেতৃত্বে সদর উপজেলার কান্দাপাড়া গ্রামে ৩ অক্টোবর তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী না থাকায় ২টি বিড়ি ফ্যাক্টরিকে

এক লক্ষ দশ হাজার (১,১০,০০০/-) টাকা (কিসমত বিড়ি ফ্যাক্টরির মালিক আলতাফ হোসেনকে ষাট হাজার টাকা ও সামাদ বিড়ির মালিককে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা এবং সামাদ বিড়ির প্রায় দশ হাজার খালি প্যাকেট ধ্বংস করা হয়েছে। তামাক কোম্পানি কর্তৃক আইন ভঙ্গের তথ্য/উপাত্ত দিয়ে জেলা প্রশাসনকে সহায়তা করে ডেভেলপমেন্ট ফর ডিজএডভান্টেজ পিপল (ডিডিপি)। এ সময় সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা ইমান আলী, জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ ও ডিডিপি'র নির্বাহী পরিচালক কাজী সোহেল রানা উপস্থিত ছিলেন।

পাবনা॥ ১০ অক্টোবর জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার মো. মোস্তফা জাভেদ কায়সার ও সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু'র নেতৃত্বে মহব্বত বিড়ি ও সাথি বিড়ি ফ্যাক্টরীতে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে বিড়ির প্যাকেটে সচিত্র স্বাস্থ্য সর্তকবাণী না থাকায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) জরিমানা ও ম্যানেজার আরাফাত হোসেনকে ৫ মাসের জেল প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন সুচিতা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা তথ্য/উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ইলিয়াস হোসেন, সুচিতা'র নির্বাহী পরিচালক নাসরীন পারভিন, সমন্বয়কারী আজিজুর রহমান প্রমূখ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ॥ জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আসাদুজ্জামান এর নেতৃত্বে তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচারের দায়ে দোকানদার আবু তাহের, মো. মশিউর রহমান, সবুজ ও আবুল হায়াতকে ৫০০ টাকা হারে মোট ২০০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (বিসিডিপি) ও সমতা নারী উন্নয়ন সংস্থা জেলা প্রশাসনকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মোসা. শামসুন্নাহার, বিসিডিপি'র প্রোগ্রাম অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, সমতা নারী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আকসানা খাতুন প্রমূখ।

শেরপুর॥ জজ কোর্ট চত্বরে ৩ অক্টোবর দুপুরে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদুর রহমান মামুন ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে আইন লঙ্ঘণ করে পাবলিক প্লেসে ধূমপানের দায়ে চার ব্যক্তির কাছ থেকে নয়শত টাকা জরিমানা আদায় করেন। এতে সহযোগিতা করেন জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা এ.কে.এম ফজলুল হক ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র সদস্য সংগঠন সেতু এনজি'র নির্বাহী পরিচালক আবু রায়হান আল মাসুদ।

বগুড়া॥ জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফারাহ নাজ আহমেদ এর নেতৃত্বে বগুড়ায় ঢাকা টোবাকো, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো, নাসির টোবাকো এবং আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানির ডিপোসমূহে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

রাজশাহী॥ জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রহিমা সুলতানা বুশরা'র নেতৃত্বে ৩ অক্টোবর বিকেলে উপশহর এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত আকিজ টোব্যাকো কোম্পানির গোডাউন থেকে তামাকজাত দ্রব্যের প্রচারণায় ব্যবহৃত লিফলেট, স্টিকার ও উপহারসামগ্রী বাজেয়াপ্ত ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্য করায় ৫০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) জরিমানা করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন এসিডি'র প্রকল্প সমন্বয়কারী এহসানুল আমিন ইমন, বস্তি উন্নয়ন ও কর্ম সংস্থার পরিচালক মো. হাসিনুর রহমান প্রমূখ।

দিনাজপুর॥ জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছাঃ লায়লা আঞ্জুমান বানু'র নেতৃত্বে ৫ অক্টোবর হাজী মো. দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন বাঁশেল হাট বাজার হতে অভিযান শুরু করে গোপালগঞ্জ বাজার, বটতলী বাজার, সরকারি কলেজ মোড়, কাচারী বাজার মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়। এসময় ৮টি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মোট ৫২০০/- (পাঁচ হাজার দুইশত টাকা) জরিমানা আদায় করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম, জেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মো. আব্দুর রহমান, অনুঘটকের নির্বাহী পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম বাবলু, আরসিডিএ'র নির্বাহী পরিচালক জিনাত রহমান প্রমূখ।

লালমনিরহাট॥ জেলা শহরের ঢাকা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ৩ অক্টোবর জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুজাউদ্দৌলা'র নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত সিগারেটের মোড়ক প্রদর্শন করায় দোকানদার রফিকুল ইসলামকে (১০০০/-) এক হাজার টাকা ও পাবলিক প্লেসে ধূমপান করার অপরাধে মিঠু আহমেদ নামে একজনকে একশ টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় জেলা স্যানেটারী ইন্সপেক্টর হাফিজ উদ্দিন, সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট রফিকুল ইসলাম, এসিডি'র প্রোগ্রাম অফিসার মোজাহেদুল ইসলাম বিজয় উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা॥ ৮ অক্টোবর সকাল ১০টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খুলনার বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ স্থানে পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে আইন লঙ্ঘণ করে তামাকের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণার দায়ে তামাক কোম্পানি, তামাক কোম্পানির প্রতিনিধি ও পাবলিক প্লেসে ধূমপানের দায়ে ধূমপায়ীদের কাছ থেকে মোট ২ লক্ষ ১২ হাজার ৬ শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

নগরীর কালেক্টর অফিস চত্বর, জেনারেল হাসপাতাল চত্বর, রেজিস্ট্রি অফিস, খুলনা রেলওয়ে ষ্টেশন, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকা, নিউমার্কেট এলাকাসহ বিভিন্ন পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য আইনের ৪ ধারায় ১১ জনকে মোট ২ হাজার ৬ শত টাকা এবং নিউমার্কেট এলাকায় তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচার ও তামাকের কৌটার প্যাকেটে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী আইন অনুসারে যথাযথভাবে প্রদর্শন না করায় আইনের ৫ ও ১০ ধারায় আকিজ কোম্পানির এস আর রফিকুল ইসলাম-কে ২ লক্ষ টাকা এবং সিটি ইন হোটেল সংলগ্ন কফি হাউজে বিদেশী সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচার করায় আইনের ৫ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

জেলা তামাক নিয়ন্ত্রন টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক খুলনা আমিন উল আহসান এর নির্দেশনায় খুলনা জেলা প্রশাসনের সহঃ কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাজিয়া আফরিন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন সিয়াম খুলনায় তামাক কোম্পানি কতৃক তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের বিষয়ে তথ্যসহকারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। এসময় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কালাম আযাদ, সিয়ামের নির্বাহী পরিচালক এড. মো. মাছুম বিল্লাহ প্রমূখ।

চুয়াডাঙ্গা॥ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ফখরুল ইসলামের নেতৃতে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে জেলা জজ কোর্ট চত্বরে ধূমপান করার দায়ে ৫ জনকে জরিমানা করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন অফিসের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা রবজেল হক, প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বিল্লাল হোসেন, দৈনিক মাথাভাঙ্গা পত্রিকার প্রতিনিধি সাইদুর রহমান প্রমূখ।

ঝিনাইদহ॥ ২ অক্টোবর দুপুরে এনডিসি নূরুন নাহার এর নেতৃত্বে আকিজ টোব্যাকো কোম্পানির ডিপোতে অভিযান চালিয়ে আইন অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান না করায় ৩ হাজার টাকা ও একই অপরাধে বৃটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানিকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। তামাক বিরোধী জোটের পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থা কার্যক্রম বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানি কতৃক তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণের বিষয়ে তথ্য দিয়ে সহায়তা করে। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের প্রতিনিধি, সদর থানার পুলিশসহ পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: হাবিবুর রহমান, এইড ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি আরিফুজ্জামান প্রমূখ।

মাগুরা॥ ৫ অক্টোবর বেলা ১১টায় জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকারিয়া'র নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান না করায় নতুন বাজার এলাকায় মোজাহিদ পানমজা জর্দ্দার পরিবেশককে ১০০০/- তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচারের দায়ে দু'জন দোকানীকে ৫০০/- টাকা করে জরিমানা করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ জিল্লুর রহমান, আরডিসি'র নির্বাহী পরিচালক লায়লা আঞ্জুমান বানু প্রমূখ।

মেহেরপুর॥ ব্রিটিশ অ্যামেরিকান ট্যোবাকো কোম্পানির মেহেরপুর পরিবেশক দেশ ট্রেড লিংকের গুদাম থেকে নতুন স্বাস্থ্য সতর্কবাণীব্যতিত উৎপাদিত ২ লক্ষ ৭৬ হাজার সিগারেট শলাকা ধ্বংশ করেছে জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমান আদালত। ৩ অক্টোবর দুপুরে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিট্রেট মোহাম্মদ মামুন এ আদালত পরিচালনা করেন।

এসময় দেশ ট্রেড লিংকের গোডাউন থেকে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার ডারবি, ২০ হাজার গোল্ডলীফ ও ৬ হাজার বেনসন সিগারেট জব্দ করে ধ্বংশ করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের মালিককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠন আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থা মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনকে তথ্য দিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহায়তা করে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা কাজী রওশন নাহার, জেলা স্যানিটারি পরিদর্শক তাজিমুল হক, আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক তৌহিদ-উদ-দৌলা রেজা প্রমূখ।

মৌলভীবাজার॥ শহরের বিভিন্ন সড়কে সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের দায়ে

৩ অক্টোবর দুপুরে মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শবনম শারমিন-এর নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালত ১২টি দোকান থেকে বিজ্ঞাপন অপসারনের পাশাপাশি দোকান মালিকদের ৭২৫০/- (সাত হাজার দুইশত পঞ্চাশ) জরিমানা করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকতা মো. নাসির উদ্দিন, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন সিডা'র চেয়ারম্যান সামসুজ্জামান সেলিম প্রমূখ।

সুনামগঞ্জ॥ জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাকিল আহমেদ এর নেতৃতে ৩ অক্টোবর সদর উপজেলার ওয়েজখালীস্থ এলাকায় পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গের দায়ে ছয়টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিককে ১১,০০০/- জরিমানা করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র স্বাস্থ্যশিক্ষা অফিসার মো. ওমর ফারুক, জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য ও আরডিএসএ'র নির্বাহী পরিচালক মো. মিজানুল হক সরকার প্রমূখ।

সিলেট॥ ৩ অক্টোবর নগরীর শেখঘাটের কলাপাড়া এলাকায় সিলেট জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইশতিয়াক ইমন

এর নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার ও বিক্রয়ে প্রলুব্ধ করার অপরাধে আবুল খায়ের গ্রুপের ডিলার মো. আব্দুল আলিমকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছ। এতে সহযোগিতা করেন জেলা সিভিল সার্জন অফিসের স্যানিটারি ইন্সপেক্টর স্নিগ্ধেন্দু।

চট্টগ্রাম॥ জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাঈমা ইসলামের নেতৃত্বে ৩অক্টোবর ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন লঙ্ঘণ করে সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচার করায় খুলশিতে রেস্তোরা মালিককে ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই দিনে খুলশী এবং জিইসি মোড় এলাকায় বেশ কয়েকটি দোকানে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকার স্বাস্থ্য সতর্কবাণীবিহীন বিদেশী সিগারেট জব্দ করে ধ্বংস করা হয়। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠন ইপসা এতে সহায়তায় করে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা সুলতান মাহমুদ, ইপসার টিম লিডার নাছিম বানু শ্যামলী, প্রোগ্রাম অফিসার মো.ওমর সাহেদ হিরু প্রমূখ।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণে আবুল খায়ের টোব্যাকোকে জরিমানা

তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপণ প্রচার করায় আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি ও এর এক বিক্রয় প্রতিনিধিকে সর্বমোট দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (অঞ্চল-৫) এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম অজিয়র রহমানের নেতৃত্বে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জাফরাবাদে ২৫ জুলাই আদালতের অভিযান পরিচালিত হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অজিয়র রহমান বলেন, আবুল খায়ের টোব্যাকোর বিক্রয় প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান এস এ ট্রেডার্সে অভিযান চালাতে গিয়ে তামাকের বিজ্ঞাপন সম্বলিত প্রায় ৬০০ গেঞ্জি, টুপি, ছাতা পাওয়া যায়। এছাড়া সিগারেটের খালি প্যাকেট জমা প্রদানে উপহার হিসেবে গ্লাস, বালতি, প্লেট, রাইস কুকার, পানির ফিল্টার, টিভি, টিফিন বক্স দেয়ার জন্য বিজ্ঞাপন সম্বলিত জিনিসপত্র পাওয়া যায়। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ৫ ধারা লঙ্ঘণের জন্য আবুল খায়ের টোব্যাকোকে এক লাখ এবং এস এ ট্রেডার্সকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন সম্বলিত গেঞ্জি, টুপি ও ছাতা ধ্বংস করা হয়। এতে সহায়তা করেন স্যানেটারি ইন্সপেক্টর ও নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক আব্দুল খালেক মজুমদার। এসময় ঢাকা আহছানিয়া মিশনের প্রোগ্রাম আফিসার উম্মে জান্নাত উপস্থিত ছিলেন। *তথ্যসূত্র: বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম, ২৫ জুলাই, ২০১৭*

মীনা বাজারকে লাখ টাকা জরিমানা

বিক্রির উদ্দেশ্যে সিগারেট প্রদর্শন করায় চেইনশপ মীনা বাজারের মোহাম্মদপুর শাখাকে আবারও ১ লাখ টাকা জরিমানা ও একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি করলে ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে। ২৭ সেপ্টেম্বর অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস.এম অজিয়র রহমান। অভিযান প্রসঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট অজিয়র রহমান জানান, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর

বেনসন অ্যান্ড হেজেজের লোগো ও রঙ ব্যবহার করে শো-কেস বানিয়ে প্যাকেট রেখে বিজ্ঞাপনের আদলে প্রচারণা চালিয়ে আসছিল। তিনি বলেন, তারা পরবর্তী সময়ে একই অপরাধ করলে দ্বিগুণ জরিমানার সঙ্গে ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা হবে। *তথ্যসূত্র: দৈনিক বনিকবার্তা, ২৮ সেপ্টেম্বর,২০১৭*

সিগারেটের নিষিদ্ধ বিজ্ঞাপন মনিটরিং ও অপসারণ

সিগারেট কোম্পানিগুলো আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে বিজ্ঞাপন অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। ১৫ জুলাই কুষ্টিয়ার পোড়াদহ রেলওয়ে জংশন ষ্টেশনে সাফ'র নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক পর্যবেক্ষণকালে দেখতে পান যে, একটি তামাক কোম্পানির পক্ষ থেকে সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে। এ সময় তাদেরকে সিগারেটে বিজ্ঞাপন লাগানো দন্ডনীয় অপরাধ জানিয়ে এসকল কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখা হয় এবং আইন লঙ্ঘণের দায়ে শাস্তির বিধান রয়েছে মর্মে সচেতন করা হয়।

তামাক চাষের ক্ষতি সর্ম্পকে সচেতন করতে প্রচারণা কর্মসূচি

'তামাক নয়, খাদ্য চাই। সুস্থ্য শরীরে বাঁচতে চাই' শ্লোগান নিয়ে ২৫ আগষ্ট বিকালে সাফ'র আয়োজনে কুষ্টিয়ার পোড়াদহ এলাকায় কৃষকদের তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করণে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মো. একরাম আলী বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সাফ'র নির্বাহী পরিচালক ও জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য মীর আব্দুর রাজ্জাক। বিশেষ অতিথি ছিলেন জুমারত মাষ্টার।

শাহজালাল বিমানবন্দরে বিদেশি সিগারেট জব্দ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুইজন যাত্রীর কাছ থেকে ৬৮৪টি কার্টনে আমদানি নিষিদ্ধ ১ লাখ ৩৬ হাজার ৮শত শলাকা বিদেশি সিগারেট আটক করেছে শুল্ক গোয়েন্দা। পণ্যের শুল্ক করসহ আটক পণ্যের মূল্য প্রায় ৫৪ লাখ ৭২ হাজার টাকা। আটক যাত্রী চট্টগ্রামের আনোয়ারা এলাকার মো. বেল্লাল উদ্দিন (পাসপোর্ট নং বিকে-০৭৮০০৩৫) দুবাই থেকে কেইউ-২৮৩ ফ্লাইট যোগে রাত আড়াইটায় এবং চট্টগ্রামের সাতকানিয়া এলাকার মো. রুবেল, (পাসপোর্ট নং বিএন ০৬৮৫৪৮৪), দুবাই থেকে জি৯-০৫১৩ ফ্লাইটে রাত সোয়া ৪টায় ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। আটককৃত পণ্যের বিষয়ে শুল্ক আইনে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। *তথ্যসূত্র: দৈনিক ভোরের কাগজ, ৫ জুলাই ২০১৭*

শাহজালালে ৪৯৫ কার্টন সিগারেটসহ আটক ২

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমদানি নিষিদ্ধ ৪৯৫ কার্টন বিদেশি সিগারেটসহ কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের তোফায়েল আহমেদ ও মুন্সীগঞ্জ সদরের নুর আলমকে আটক করা হয়েছে। ঢাকা কাস্টমস্ হাউসের সহকারী কমিশনার আহসানুল কবীর জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাস্টমস হাউসের প্রিভেনটিভ দল ১২ জুলাই ভোর সাড়ে ৪টার দিকে বিমানবন্দরের গ্রিন চ্যানেল থেকে তাদের আটক করে। ডানহিল, ব্ল্যাক ও ইজি ব্র্যান্ডের এসব সিগারেটের মূল্য প্রায় ১৪ লাখ টাকা। এগুলো বাংলাদেশ বিমানের বিজি-০৮৭ ফ্লাইটে কুয়ালালামপুর থেকে এবং গালফ এয়ারের জিএফ ফ্লাইটে দুবাই থেকে আনা হয়েছিল। জব্দ পণ্য ও আটককৃতদের বিষয়ে শুল্ক আইনে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। *তথ্যসূত্র: দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৩ জুলাই, ২০১৭।*

শাহজালালে ৫০ লাখ টাকার সিগারেট জব্দ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অভিযান চালিয়ে ৫০ লাখ টাকার ৬২০ কার্টন বিভিন্ন ব্রান্ডের বিদেশী সিগারেট জব্দ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা। সিভিল এভিয়েশনের ৩ নম্বর কনভেয়ারবেল্ট থেকে এসব সিগারেট জব্দ এবং শাহেদ ও এমরান নামে দুজনকে আটক করা হয়। তাদের বাড়ি চট্টগ্রামে। শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানান, ১৪ জুলাই সকাল ১০টায় জেট এয়ারের নাইন ডব্লিউ একটি ফ্লাইটে অবতরণ করেন ওই দুই যাত্রী। এসময় ৬টি ব্যাগেজে সিগারেটগুলো পাচারের চেষ্টা করেন তারা। *তথ্যসূত্র: দৈনিক সমকাল, ১৫ জুলাই, ২০১৭।*

শাহজালালে আমদানি নিষিদ্ধ ৩৩ হাজার শলাকা বিদেশি সিগারেট জব্দ

ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে ১৬৫টি কার্টনে প্রায় ১০ লাখ টাকা মূল্যের আমদানি নিষিদ্ধ ব্ল্যাক ও মন্ড ব্র্যান্ডের মোট ৩৩ হাজার শলাকা বিদেশি সিগারেট জব্দ ও এক যাত্রীকে আটক করেছে শুল্ক গোয়েন্দা। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মঈনুল খান বলেন, মালয়েশিয়া থেকে মালিন্ডো এয়ারলাইন্সের এমএক্সডি-১৬৪ ফ্লাইটে ১৩ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টায় আলমগীর নামে এক যাত্রী শাহজালালে অবতরণ করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে আটক করা হয়।

ডিজি আরো বলেন, আমদানি নীতি আদেশ অনুযায়ী সিগারেট প্যাকেটের গায়ে সতর্কীকরণ লেখা ব্যতীত বিদেশি সিগারেট আমদানি নিষিদ্ধ। সিগারেটের উপর প্রায় ৪৫০ শতাংশ উচ্চ শুল্ক পরিহারের জন্যই এসব সিগারেট আনা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর আগে একই দিনে বেলা ১১টার দিকে শাহজালাল বিমানবন্দরের জিপিও সর্টিং অফিস এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৮০ কার্টন আমদানি নিষিদ্ধ মন্ড ব্যান্ডের ১৬ হাজার শলাকা বিদেশি সিগারেট উদ্ধার করে। জব্দকৃত সিগারেটগুলো দুবাই থেকে জিন্দাবাজার সিলেটের বাসিন্দা মো. মানিক উদ্দীনের নামে এসেছে। পণ্যের শুল্ক করসহ আটক পণ্যের মূল্য প্রায় ৫ লাখ টাকা। *তথ্যসূত্র: দৈনিক ভোরের কাগজ, সেপ্টেম্বর ১৪, ২০১৭*

শাহজালালে ৪৫০ কার্টন সিগারেটসহ যাত্রী আটক

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমদানিনিষিদ্ধ ৪৫০ কার্টন বিদেশি সিগারেটসহ মো. সেলিম নামে এক যাত্রীকে আটক করেছে শুল্ক গোয়েন্দা। যাত্রীর চারটি লাগেজে ৯০ হাজার শলাকা আমদানিনিষিদ্ধ বিদেশি সিগারেট ছিলো। পণ্যের শুল্ক করসহ আটক পণ্যের মূল্য প্রায় ৩৬ লাখ টাকা। ১৫ সেপ্টেম্বর সকালে কুয়েত থেকে কেইউ-২৮৫ ফ্লাইটে শাহজালালে অবতরণ করলে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি এলাকার ওই যাত্রীকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে শুল্ক আইনে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। *তথ্যসূত্র: দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭*

শাহজালালে ১৩শ' কার্টন সিগারেট জব্দ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সৌদি আরব থেকে আগত যাত্রীদের কাছ থেকে ১ হাজার ৩০৯ কার্টন সিগারেট জব্দ করেছে ঢাকা কাস্টম হাউস ও এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ। ২২ সেপ্টেম্বর রাতে বিভিন্ন ফ্লাইটে সৌদি আরব থেকে আসা যাত্রীদের কাছ থেকে সিগারেট জব্দ করা হয়। এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশের তথ্যমতে, সন্ধ্যা ৬টার দিকে সৌদি অ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্সের (এসভি ৮০৮) ফ্লাইটে ঢাকায় আসেন আজম এবং সামসুন্নাহার। তাদের দুজনের ব্যাগ থেকে ৫৬৪ কার্টন সিগারেট জব্দ করা হয়। অন্যদিকে, ঢাকা কাস্টম হাউসের একাধিক যাত্রীর কাছ থেকে ৩৭০ কার্টন ও ব্যাগেজ বেল্ট এ পরিত্যক্ত ব্যাগ থেকে ৩৭৫ কার্টন বিদেশি সিগারেট জব্দ করা হয়। জব্দ করা সিগারেটের মূল্য প্রায় সাড়ে ২২.৩৫ লাখ টাকা, এ বিষয়ে শুল্ক আইনে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। *দৈনিক বর্তমান, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৭*

তামাক কোম্পানির বিজ্ঞাপন সরানোর নির্দেশ দিল্লির

ফিলিপ মরিস ইন্টারন্যাশনালসহ কোম্পানিগুলোকে বিভিন্ন দোকান থেকে তাদের সব বিজ্ঞাপন সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির রাজ্য সরকার। নির্দেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে। কিছুদিন আগে রয়টার্সে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্লবোরো সিগারেটের কাটতি বাড়াতে ফিলিপ মরিস বিভিন্ন দোকানে বিজ্ঞাপন ও বিনামূল্যে সিগারেটের স্যাম্পল বিলি করছে। ফিলিপ মরিসের শত শত নথি ঘেঁটে রয়টার্স জানিয়েছে, ২০০৯ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক টোব্যাকো কোম্পানিটি এ কৌশল কাজে লাগিয়েছে। রয়টার্সের প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর পরই দিল্লির তামাকজাত পণ্য নিয়ন্ত্রণ-বিষয়ক বিভাগের প্রধান এস.কে. অরোরা এক আদেশে এসব বিজ্ঞাপন সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, কোম্পানিগুলোর এ ধরনের কৌশল আইনকে অবজ্ঞা করার শামিল। ভারতের পক্ষ থেকে এর আগেও বলা হয়েছে, কোনো ব্র্যান্ডের নাম বা প্রমোশনাল স্লোগান ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন প্রকাশ দেশের তামাক বিরোধী আইন ভঙ্গের শামিল হবে। তামাকজাত পণ্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ২০০৩ সালে আইন প্রণয়ন করে ভারত। এর পর থেকে আইনটি শক্তিশালী করতে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। *তথ্যসূত্র: বণিক বার্তা, ২৪ জুলাই ২০১৭*

ওরাল ক্যান্সার সোসাইটির সম্মেলনে বক্তারা ধূমপায়ীদের মুখের ক্যান্সারে আক্রান্তের ঝুঁকি ছয় গুণ বেশি

বাংলাদেশে প্রতি বছর মুখের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়া রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। এর প্রধান কারণ তামাক সেবন, ধূমপান ও মাদক সেবন। তাই মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কিছু বদভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত। ৪ আগষ্ট রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ ওরাল ক্যান্সার সোসাইটি'র কনফারেন্সে চিকিৎসকরা এসব কথা বলেন।

সোসাইটির সভাপতি ডা. মতিউর রহমান মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব মো. সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. মো. আবুল কাসেম, সম্পাদক হুমায়ুন কবির বুলবুল ও বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক মোল্লা ওবায়দুল্লাহ বাকী।

স্বাস্থ্য সচিব মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বর্তমানে ক্যান্সার, হার্ট ও কিডনি রোগের প্রকোপ বাড়ছে। এসব রোগ নিরাময়ের তুলনায় কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়, সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে। আর মুখের ক্যান্সারের মূল কারণ তামাক সেবন। বদভ্যাসটি যদি বদলানো যায়, তাহলে মুখের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার হার কমবে। দিনব্যাপী সম্মেলনে চিকিৎসকরা জানান, মুখের ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর ৯০% তামাক ব্যবহারকারী। তামাকজাত দ্রব্য সেবন কমালে ও একটু সচেতন হলেই এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। *তথ্যসূত্র: দৈনিক বনিকবার্তা, ৫ আগষ্ট, ২০১৭*

ধূমপান করেন? হতে পারেন অন্ধ!

ধূমপান করলে যে শুধু ক্যান্সার হয়, তা নয়। চিকিৎসকরা বলছেন, তামাক সেবন করায় অনেক সময়ই চোখের কর্নিয়ার ক্ষতি হতে পারে। ফলে অন্ধত্ব তৈরি হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা তামাক সেবন করছেন, তাদের চোখে ছানি পড়ার আশঙ্কা অন্যদের থেকে অনেক বেশি। ৫-১০ বছর বা তার বেশি ধরে ধূমপান করলে বা তামাক চিবোলে অপটিক নার্ভ আক্রান্ত হয়ে অন্ধত্ব দেখা দেয়! এখন পর্যন্ত যত দৃষ্টিহীন রোগী এসেছেন, তাদের পায় ৫ শতাংশ তামাকের কারণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। *তথ্যসূত্র: কালের কণ্ঠ অনলাইন ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৭*

গাইবান্ধা পৌরপার্ককে ধূমপানমুক্ত রাখতে মেয়রকে স্মারকলিপি

অ্যান্টি স্মোকিং অর্গানাইজেশন (এএসও) গাইবান্ধা জেলা শাখার আয়োজনে ১২ সেপ্টেম্বর দুপুরে গাইবান্ধা পৌরপার্ক ধূমপানমুক্ত রাখতে গাইবান্ধা পৌরসভা কার্যালয়ে মেয়র অ্যাডভোকেট শাহ মাসুদ জাহাঙ্গীর কবীর মিলনের হাতে স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়, 'আইন অনুযায়ী পাবলিক প্লেসে ধূমপান আইনত দন্ডনীয় অপরাধ ও পৌরপার্ক পাবলিক প্লেসের অন্তর্ভুক্ত'। এসময় পৌরমেয়র তাদেরকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'পৌরপার্ক ধূমপানমুক্ত রাখতে খুব দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হবে'।

পৌরপার্কে ধূমপানবিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে মৌখিকভাবে এএসও-কে অনুমতি দেয়া হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন এএসও'র জেলা শাখার সভাপতি মো. মেহেদী হাসান, সহ-সভাপতি শ্রাবনী রহমান, সাধারণ সম্পাদক রাব্বী ইসলাম প্রমূখ। *তথ্যসূত্র: ভোরের দর্পন, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭*

কুষ্টিয়ায় পোড়াদহ ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল মাঠে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ও সাফ'র আয়োজনে ২৯ অক্টোবর ধূমপান ও মাদকবিরোধী ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক ডা. মোস্তফা জামান, ছবি তুলেছেন সামিউল হাসান সজীব

প্রশ্নঃ তামাক নিয়ন্ত্রণে আপনার সম্পৃক্ততা কিভাবে?

মোস্তফা জামানঃ আমি যখন থেকে হৃদরোগ প্রতিরোধে কাজ করে আসছি, তখন থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণেও কাজ করছি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় ২০০৩ সালে যোগ দেয়ার পর জাতীয় পর্যায়ে কাজ শুরু করি। সে অর্থে আমি ২০০৩ সন থেকে জোরালোভাবে কাজ করছি।

প্রশ্নঃ ১৪ বছর সময়কালে কোন কোন পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে?

মোস্তফা জামানঃ ২০০৩ সন বা কাছাকাছি সময়ে যখন বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালন হতো, অনেকে বিষয়টাকে হালকাভাবে নিতেন। এর আগে আধূনিক কাজ করলেও সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ জনপ্রিয় ছিল না। সে সময়ে টিভি চ্যানেলগুলোতে প্রতিদিন সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত সিগারেটের বিজ্ঞাপন চলত। নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে লক্ষনীয় ভূমিকা ছিল না। তখন উপলব্ধি করি; নীতিগত পরিবর্তন আনতে হবে। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটসহ সবার সহযোগিতায় আমরা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রস্তুতের কাজ করি। ২০০৫ সালে প্রথম তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয়। ২০০৬ সনে এর বিধি তৈরী হয়। কিন্তু, সে আইন আংশিক ছিলো, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল এর আলোকে অনেক কিছু আইনটাতে ছিল না। আইনে ধোঁয়াবিহীন তামাকের কথা বাদ পড়ে। সেটা পরিবর্তন করার জন্য সামাজিক আন্দোলন আবার চলতে থাকে। ২০১৩ সনে আবার ২০০৫ সনের আইনটা সংশোধিত হয় এবং ২০১৫ সালে তার বিধি প্রণীত হয়। এবার আইনটি অনেকটা পরিপূর্ণতা লাভ করে। স্বাস্থ্য নীতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ গুরুত্ব পেয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও তার আলোকে দেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তামাক নিয়ন্ত্রণ যুক্ত হয়েছে।

শিশুরা বিদ্যালয়ে যেসব পাঠ্য বই পড়ে; সেখানে তামাকের বিষয়ে এখন অনেক বক্তব্য এসেছে। এখন বাচ্চারা যখন উচ্চস্বরে পড়াশোনা করে তাদের বাবা-মা সচেতন হচ্ছে। এখন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে আগের মত ধূমপান চোখে পড়ে না। অধূমপায়ীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেউ প্রতিবাদ করলে ধূমপায়ীরা বিরত থাকেন। আজকাল অধিকাংশ বাসার ড্রয়িংরুমে এসট্রে দেখা যায় না। বাড়ীগুলো ধূমপানমুক্ত হচ্ছে। এগুলো বড় ধরনের পরিবর্তন। আইন বাস্তবায়নে মূল শক্তি জনসাধারণ। পাশাপাশি বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, অন্যান্য অনেক সংগঠন কাজ করছে। এটাও একটি বিরাট পরিবর্তন।

প্রশ্নঃ কোন কোন জায়গাগুলোতে চ্যালেঞ্জ মনে হয়েছে?

ডা. মোস্তফা জামানঃ তামাক কোম্পানিগুলোর বাধা কঠিন চ্যালেঞ্জ। অনেক সময়, কোম্পানি সরাসরি দৃশ্যে না এসে সমাজে প্রতিষ্ঠিত তাদের কিছু এজেন্ট দিয়ে কাজ করে। কোন কোন গবেষক তামাকের পক্ষে কথা বলেন। কিন্তু, তাদের গবেষণা বাস্তবে জার্নালে দেখতে পাই না।

প্রশ্নঃ ২০০৮ সালে এমপাওয়ার পলিসি প্যাকেজ ঘোষণার পর বাংলাদেশে মনিটরিংয়ে কোন কোন কাজ হয়েছে ? মনিটরিংয়ে আরও কি হওয়া উচিত?

ডা. মোস্তফা জামানঃ মনিটরিং এর দুটো দিক; এক. তামাকের ব্যবহার মনিটরিং; দুই. নীতি ও আইন যা হয়েছে, তার বাস্তবায়ন ও ফলাফল মনিটরিং। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা তামাক নিয়ন্ত্রণে যারা অনুদান প্রদান করেন (যেমন ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রোপিস) তাদের অনুদানে কিছু কিছু জরিপ/গবেষণা হচ্ছে। ২০০৯ সনে গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে করা হয়েছে। ২০১০ সনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্টেপ সার্ভে হয়, যেখানে তামাক ব্যবহারের উপর কাজ করা হয়। এরপর ২০১৩ সনে কিছু কাজ করা হয়।

মনিটরিং সরকারের কাজ হিসেবে নেওয়া দরকার; সেটা এখনো নেওয়া হয়নি। সরকার নিজস্ব অর্থায়নে এবং নিজস্ব পদ্ধতির মধ্য অন্তত ৫ বছরে একবার জাতীয়ভিত্তিক উপাত্ত জেনারেট করতে পারে। আশার বিষয়, এ মুহূর্তে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র (বিবিএস) এর সাথে কাজ করছি। আরেকটা গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে হচ্ছে। আশা করছি পরবর্তী সময়ে সরকারের টাকায় বিবিএস যে জরিপগুলো করবে তার মধ্যে তামাক একটি হবে। শুধু তামাকের উপর সার্ভে না করেও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য বড় যেসব সার্ভে রয়েছে তার মধ্যে তামাকের কিছু উপাত্ত সংগ্রহ করা যায়।

নিপসম, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বিএসএমএমইউ যে কাজগুলো করেন তার মধ্যেও তামাকসম্পর্কিত জরিপ/গবেষণা অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। অনেক সময় জাতীয়ভাবে জরিপ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট জরিপ করা সম্ভব।

বিবিএস-এর প্রাইমারী স্যাম্পলিং ইউনিট-এর সহায়তা নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে বাছাই করে কাছাকাছি সময়ে যদি অনেকগুলো সংস্থা নিজ নিজ এলাকায় জরিপ করেন, সেগুলো একসাথে করলে একটা জাতীয়ভিত্তিক ফলাফল পাওয়া সম্ভব। আমি মনে করি নিজস্ব অর্থায়নেই তামাক ব্যবহারের হার নিয়মিতভাবে মনিটর করা সম্ভব।

তবে তথ্যগুলো যেন উচ্চমানের হয়, এসব তথ্য যেন একটার সাথে আরেকটা তুলনা করার মত হয়, সবগুলো যেন একসাথে মিলানো সম্ভব হয় সেজন্য একটা একীভুত পদ্ধতি ব্যবহার করা দরকার। আগামী দিনে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা ও কর্মশালা করার ইচ্ছা আছে, যাতে যে যার জায়গা থেকে তথ্য তৈরী করতে পারেন। আমি বিশ্বাস করি, সেদিক থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভূমিকা রাখতে পারবে যাতে বাংলাদেশে উচ্চমানের, বিশুদ্ধমানের তথ্য তৈরী হয়।

বিদ্যমান আইনের বাস্তবায়ন মনিটরিংয়ের দায়িত্ব টাস্কফোর্স ও এনটিসিসিকে দেয়া আছে। তামাকের কর বিষয়ক মনিটরিং যেন ভালো হয় সেজন্য টোব্যাকো ট্যাক্স সেল করেছিলাম। এ সেল সঠিকভাবে কাজ করলে আমাদের ইন্ডাষ্ট্রি মনিটরিং করা সহজ হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড টোব্যাকো ট্যাক্স সেল নামে না হলেও অন্য ফরমেটে এই কাজগুলো করছেন।

প্রশ্নঃ কিভাবে আইন বাস্তবায়ন মনিটরিং কার্যকর করা যায়?

ডা. মোস্তফা জামানঃ জেলা টাস্কফোর্স আইন বাস্তবায়নে কি করছেন টোব্যাকো কন্ট্রোল সেল-এ প্রতিবেদন আসার কথা। এর আগে দেখেছি, এসব প্রতিবেদন মোবাইল কোর্টকেন্দ্রিক। কিন্তু আইন বাস্তবায়নতো শুধু মোবাইল কোর্ট না। বরং, টাস্কফোর্স কমিটিগুলো কিভাবে সভা করছেন, কিভাবে পরিদর্শন করছেন, তারা কিভাবে আইন বাস্তবায়নে কাজ করছেন সেটা আরো পরিকল্পিত উপায়ে যদি জানা যায় তাহলে উপকৃত হবে। আমাদের যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, আইন বাস্তবায়নে তাদের অধিকতর দায়িত্ব দেয়া যায়। জনপ্রতিনিধি বা সরকারের অন্যান্য যে অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আছে তাদের ভূমিকা জোরালো করতে হবে। সেজন্য জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটি যদি সক্রিয় হয়, তাহলে ক্রমান্বয়ে জেলা এবং উপজেলা টাস্কফোর্সও সচল হবে। এটা সম্ভব হলে আইন মনিটরিং কার্যকর করা সম্ভব। কিন্তু এর মূল দায়িত্ব এনটিসিসি'র, কিন্তু আমরা সবাই জানি এনটিসিসি'তে যথেষ্ট পরিমাণ জনবল নাই। এর জনবল আরো বাড়ানো দরকার। শতকরা ১% যে স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর আসছে, তা যদি ওখানে ব্যবহার করা যায়, তাহলে তো আর জনবল সঙ্কট হওয়ার কথা না।

প্রশ্নঃ ধূমপানমুক্ত স্থান/পরিবহন নিয়ে এখন বাংলাদেশে কি অবস্থায় আছে? আইনের এ ধারা বাস্তবায়নে আর কী করা দরকার?

ডা. মোস্তফা জামানঃ আইনে যা আছে এটা যথেষ্ট শক্তিশালী। একটা বিষয়, ম্যানেজার যদি ইচ্ছা করেন তাহলে একাধিক কক্ষবিশিষ্ট পাবলিক প্লেস/ পরিবহনে ধূমপানের জন্য জায়গা করে দিতে পারবেন। কিন্তু তিনি যদি না করেন, তাহলে তো সেটা ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসেবেই থাকবে। আমার জানা মতে, খুব কম পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য আলাদা করে জায়গা তৈরী হয়েছে। ধূমপান স্থানের বিষয়টি জনপ্রিয়তা পায় নাই। আইন বাস্তবায়নে লোকজন কিছু কিছু সমস্যার মুখোমুখি হন। যেমন; যিনি কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার অনুপস্থিতিতে মামলা করা বা শাস্তি দেওয়ার কোন বিধান নেই। এ সমস্যাগুলো বের করে যদি আবার এ আইনের সংশোধন বা সংযোজন করা হয় তাহলে এটা আরো কঠিনভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

প্রত্যেকটা শিক্ষায়তন, শপিংমল, অফিস ধূমপানমুক্ত বা তামাকমুক্ত করার জন্য একজন ফোকাল পার্সন নির্দিষ্ট করে দেয়। যিনি অন্যের উপর দোষ না চাপিয়ে, শাস্তি না দিয়ে বরং তাদের সহযোগিতা করবেন যেন সংশ্লিষ্ট স্থান ধূমপানমুক্ত থাকে। তাহলে এ কাজ জোরালো হতে পারে। এনজিওরা খুব ভালো কাজ করতে পারেন বলে আমি মনে করি। এনজিওদের এডভোকেসির ফলে রমনা থানার মত থানাকেও ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করা হয়, যেখানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁর অধীনস্থ সমস্ত অফিসকে ধূমপানমুক্ত করার নির্দেশনা দিয়েছেন। এনজিওদের তামাক নিয়ন্ত্রণের কাজটাকে সবাই সম্মান করেন।

আমরা মডেল করতে পারি। কোন ছোট এলাকা বেছে নিয়ে সেখানকার প্রত্যেক অফিসে একজন করে ফোকাল পয়েন্ট সুনির্দিষ্ট করে তাকে তামাক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ (পোস্টার, ষ্টিকার, লিফলেট, সাইনবোর্ড) দিয়ে সেখানে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করতে পারি। ফোকাল পার্সন ওখানকার ম্যানেজার বা মালিকের আইনী দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিবেন, নো-স্মোকিং সাইনেজগুলো সঠিকভাবে লাগানোর জন্য সহায়তা করবেন। মানুষ যেন মেনে চলে নেই লক্ষ্যে কাজ করবেন। তাহলে আমার মনে হয়, আইনের এ ধারা তথা এমাপাওয়ার-এর এই অংশ খুব ভালোভাবে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজটা হচ্ছে কি না, সেটি বোঝার জন্য একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে বাতাসের মান পরীক্ষা, সিগারেটের নিকোটিন আছে কি না, যাচাই করা। বাতাসের মান বলতে, তামাকের ধোঁয়ার সাথে যে ক্যামিক্যাল বের হয় সেগুলো ক্রমান্বয়ে কমে এসেছে কি না, সেটি দেখা। জাতীয়ভিত্তিক না হলেও এলাকাভিত্তিক কিছু করা প্রয়োজন।

এনটিসিসিতে যদি হটলাইন চালু করা যায়, কোথাও আইন লঙ্ঘিত হলে যেন তাৎক্ষনিকভাবে এসএমএস এর মাধ্যমে যে কেউ জানাতে পারে। এনটিসিসিতে যিনি দায়িত্বে থাকবেন তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এরকম একটা সমন্বয় যদি করা গেলে পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত হয়ে যাবে। যে অবস্থা ২০০৩ সন বা তার কাছাকাছি সময়ে দেখেছি এখন তার চেয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে।

২০০৭-০৮ সনের দিকে অন্যদের সহায়তায় স্মোক ফ্রি হসপিটাল নেটওয়ার্ক চালু করেছিলাম। যেখানে বসে সাক্ষাতকার দিচ্ছি, বাতজ্বর হাসপাতাল, এটিও ধূমপানমুক্ত হাসপাতাল নেটওয়ার্কের সদস্য। হাসপাতালে রোগী বা বাইরের লোকজন এসে ধূমপান করতেন না, এখানে যারা চাকুরি করেন তারাই লুকিয়ে ধূমপান করতেন। ওই ঘোষণার পরে হাসপাতালে ধূমপান বন্ধ হয়। হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, বক্ষব্যাধি হসপিটাল, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, হৃদরোগ হাসপাতাল, মানসিক রোগ নিরাময় হাসপাতাল– আরো অনেকেই জয়েন করেছেন। হাসপাতালগুলো যৌথ ইশতেহার প্রকাশ করেছিলেন। সে সময় থেকে হসপিটালে আর কেউ ধূমপান করেন না।

এটাকে সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে পারি নাই। এজন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটি শক্তিশালি ভূমিকা নেয়া দরকার। ওনারা একটা নোটিশ আগে পাঠিয়েছেন, এখন এর ফলোআপ করা প্রয়োজন। এখনো হসপিটালের আনাচে-কানাচে সিগারেটের বাট পড়ে থাকতে দেখা যায়। হসপিটালের ভিতরে ছোট দোকানগুলোতে সিগারেট বিক্রি হয়। হসপিটালের ক্যাম্পাসের ভিতরে সিগারেট বা তামাকজাত পণ্য বিক্রয় করতে দেয়া উচিৎ নয়। আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে, ডাক্তার, নার্স বা কর্মীরা রোগীদেরকে কাউন্সেলিং করবে, উপদেশ দেবেন এবং কথা-বার্তা গুলো এমনভাবে বলবেন যাতে করে খুব দ্রুত তারা খুব উদ্বুদ্ধ হয়ে যান এবং তামাক ব্যবহার করা ছেড়ে দেন।

স্বাস্থ্য নিয়ে যারা কাজ করেন চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক্স বা স্বাস্থ্যকর্মী – তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব মানুষকে তামাকের ব্যবহার থেকে ফিরিয়ে আনা। এটিকেই 'সিজেশান' বা 'নিবৃতকরণ' বলা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, যদি ডাক্তাররা তিন মিনিট, নার্সরা ৫ মিনিট কথা বলেন, তাহলে শতকরা ৮০ ভাগ ব্যবহারকারী তামাক ছেড়ে দেন। এর একটি বড় কারণ হচ্ছে, তাদের কাছে যখন রোগিরা যান তখন তারা রোগী হিসেবে যান।

কোন না কোন সমস্যা নিয়ে যান, এটি একটি সুযোগ। আমার গ্রামে একটি ছোট হেলথ সেন্টার আছে, সেখানে যারা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে আসেন তাদেরকে কাউন্সেলিং করে দেখা গেছে, প্রায় ৭৫% দ্বিতীয় ভিজিটেই, ৪-৫ সপ্তাহের মধ্যেই তামাক ছেড়ে দেন। বাকি ২৫% লোককে প্রতিমাসে ১বার হলেও বলার ১ বছর সময় পার হলে এটি প্রায় শূন্যের কাছে চলে আসে। ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীরা কাউন্সেলিং করেন তাহলে তামাক ছেড়ে দেয়া সম্ভব। আমাদের ১৩ হাজারের মত কমিউনিটি ক্লিনিক আছে। আমি যে অভিজ্ঞতার কথা বললাম, সেই অভিজ্ঞতা কমিউনিটি ক্লিনিক করতে পারেন। কমিউনিটি ক্লিনিকে যারা কাজ করেন, বা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করেন তারা যদি লিস্ট তৈরী করে তামাক ব্যবহার বা ধূমপান করে যারা তাদেরকে মোবাইল ফোনে বা সরাসরি কাউন্সেলিং করা যায়, তাহলে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা এক লাফে অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব।

প্রশ্নঃ আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী একটা ঘোষণা দিয়েছেন যে, মেডিকেল স্টুডেন্ট ভর্তির ক্ষেত্রে অধূমপায়ী হতে হবে। এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

ডা. মোস্তফা জামানঃ এটি অত্যন্ত উৎসাব্যঞ্জক। এটি সবার জন্য প্রেরণা। যারা ভর্তি হতে আসবেন অন্তত ভর্তি পরিক্ষা দিতে আসার সময়ও চিন্তা করবেন আমি হয়তোবা সুযোগ পাবো না। সে অর্থে অনেক লোক ধূমপান ছেড়ে দিবেন। কোন সংস্থা যখন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয় যে আমরা ধূমপায়ীদের নিয়োগ দিই না। যারা ধূমপান করেন তারা ঐদিন ধূমপান ছেড়ে দিয়ে পরিক্ষা দিতে যাবে। যেমন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিগুলো পরিস্কার দেখবেন যে, ওখানে ধূমপায়ী ও তামাক ব্যবহারকারীদের নিয়োগ দেয়া হয় না। আর নিয়োগ পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন থাকে যে আপনি ধূমপান করেন কি না? না হলে তো নাই, যদি হ্যাঁ হন তাহলে আপনি চাকুরি পেলে ধূমপান ছেড়ে দিবেন কি না? সেখানে আপনাকে হ্যাঁ/না আপনাকে উত্তর করতে হবে। যদি আপনি না উত্তর করেন, তাহলে আপনার দরখাস্তই সেখানে গ্রহণ হবে না। এইভাবে আমরা প্রত্যেকেই যদি এগিয়ে আসি, শুধু মেডিকেল ভর্তি কেন, ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়েন, নার্সিংয়ে যারা পড়তে যান তাদের প্রত্যেকের জন্যই আমরা ক্রমান্বয়ে এটি করতে পরি। যারা অলরেডি সরকারি চাকুরীতে আছেন তাদের বেলায়ও এটি প্রযোজ্য হওয়া উচিৎ।

প্রশ্নঃ ২০১৬ সাল থেকে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের ৫০% স্থানে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রচলন হয়েছে। এই পরিবর্তন ও বাস্তবায়ন কিভাবে মূল্যায়ন করছেন?

ডা. মোস্তফা জামানঃ তামাক নিয়ন্ত্রণে যারা কাজ করছেন– তাদের একটা বিরাট সাফল্য। ২০০৫ সনের আইন হওয়ার পর ৩০ ভাগ স্থানজুড়ে লিখিত সতর্কবাণী আসে। যারা পড়াশোনা জানেন না তারা তামাকের ক্ষতিকর বার্তা পেতেন না। সেই কারণে ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার একটা প্রয়োজনীয়তা আসে। যেটি পৃথিবীর অনেক দেশেই ইতোমধ্যে হয়েছে। ২০১৩ সনের আইনে বাংলাদেশে প্যাকেটের অর্ধেক পরিমাণ জায়গায় সচিত্র সতর্কবাণী প্রিন্ট করার বিধান চালু হয়।

আশপাশের দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও এটি একটি বড় পদক্ষেপ। তবে বিড়ি, জর্দা বা গুলের কৌটায় সচিত্র সতর্কবাণীর প্রকাশ করা একটি চ্যালেঞ্জ। এসব কোম্পানি আইন মানছে না। কোম্পানিগুলোকে বাধ্য করা যাদের কাজ তারা এ বিষয়ে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে বলে মনে করি না। প্রত্যেকটা বিড়ির প্যাকেট, জর্দা/গুলোর কৌটায় তাদের মালিকের ছবি থাকে। কোম্পানির মালিকের ফটো ছাপতে কোন অসুবিধা দেখি না। কিন্তু সচিত্র সতর্কবাণী ছাপে না। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় হলেও মূলত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এ কাজটি দেখার কথা, কারণ তারা তামাক কোম্পানিকে মনিটরিং করেন। এক্ষেত্রে জোরালো মনিটরিং ও বাস্তবায়নে বাধ্য করার বিষয়টি সামনে নিয়ে আসতে হবে।

প্রশ্ন: এখনতো প্লেইন প্যাকেজিং (সাদামাটা মোড়ক) এর প্রচলন শুরু হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া ২০১২ সালে শুরু করেছে। বেশ কয়েকটি দেশে চলে এসেছে। বাংলাদেশে আইনের পরবর্তী সংশোধনী আপনার প্রত্যাশা কি?

ডা. মোস্তফা জামান: আমার প্রত্যাশা একেবারেই সাদামাটা মোড়ক। নেপালের মত দেশ শতকরা ৯০ ভাগ প্রয়োগ করছে, আর আমরা এখনও শতকরা ৫০ ভাগে পড়ে আছি। নেপাল থেকে উন্নয়নের প্রায় সবসূচকে আমরা এগিয়েছি, কিন্তু এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকব -এটা ভাল দেখাবে না। তাছাড়া আমরা তাদের অনেক আগে এফসিটিসি স্বাক্ষর করেছি, অনুসমর্থন করেছি। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকাও আমাদের চাইতে অনেক এগিয়েছে, সে বিষয়টি সরকারের সংশ্লিষ্টদের নজরে আনতে হবে। তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভাবমুর্তি রক্ষা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য তামাকের মোড়কের সচিত্র সতর্কবাণী বড় বা সাদামাটা করতে হবে।

প্রশ্ন: তামাকের মোড়কে সতর্কবাণী তিন মাস পরপর পরিবর্তন করার কথা। উৎপাদনের তারিখ না থাকায় আমরা বুঝতে পারছি না সতর্কবাণী পরিবর্তন হচ্ছে কি না। এটা কিভাবে দেখছেন?

ডা. মোস্তফা জামান: যারা কোম্পানিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তাদের পক্ষে এটা মনিটর ও বাস্তবায়ন সম্ভব। তুরস্কের মত দেশে কয়টা শলাকা তৈরী হচ্ছে মেশিন অটোমেটিক্যালী মেসেজ দিচ্ছে। এখন তো আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বলি। কোথায় কোন প্রেসে কি প্রিন্ট হচ্ছে গেট পার হওয়ার আগেই তার তথ্য চলে আসা সম্ভব। তামাকের মোড়কে উৎপাদনের তারিখ থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন: সরকার বলছে, বাংলাদেশে তামাকের কর প্রতিবছর বাড়ছে। কিন্তু গড় আয় বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফিতীর চাইতে দাম বাড়ছে না। ফলে তামাক অন্যান্য পণ্যের তুলনায় সস্তা হয়ে যাচ্ছে। বিদ্যমান কর ব্যবস্থা নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কি?

ডা. মোস্তফা জামান: এটা খুবই হতাশাজনক। পৃথিবীতে খুব কম সংখ্যক দেশ এতগুলো স্তরের ব্যবহার করে। এত স্তর থাকার কারনে তামাক কোম্পানি কর ফাঁকি দেয়া বা প্রতারণা করার সুযোগ পায়। আমরা ২০০৩ সন থেকে পরিস্কার বলে আসছি যে সব তামাক পণ্যের জন্য সমান হবে। তামাকের কর এমনভাবে হতে হবে যাতে মুদ্রাস্ফীতি ও মানুষের গড় আয়ের চাইতে তামাকের মূল্য বেশি বাড়তে হবে। তাহলে এটার দাম বাড়বে। দেখা যায় যে, তামাকের কর বেড়েছে ৩ - ৫ ভাগ, যা মুদ্রাস্ফিতী ও গড় আয় বৃদ্ধির চাইতে কম। ফলে ক্রমান্বয়ে তামাক পণ্যগুলো সস্তা হচ্ছে।

আয় বাড়ছে, কিন্তু সে অনুপাতে দাম বাড়ছে না সে জন্য এটি সস্তা হচ্ছে। নমিনাল প্রাইস, প্রকৃত দাম হয়তো বেড়েছে। কিন্তু রিলায়েটিভ প্রাইস কমেছে। সেজন্য তামাকের কর বাড়াতে হবে। শুধু সিগারেট নয়, বিড়ি-জর্দা-গুলের দিকেও তাকাতে হবে। তামাক কর নীতি অবশ্যই দরকার যে আমরা কিসের ভিত্তিতে, কত হারে, কত দিনে তামাকের কর বাড়াবো। কম দামী তামাক পণ্যের ভিত্তিমূল্য কিভাবে বাড়ানো যায়, সরকার কিভাবে লাভবান হবে, সেই বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট কাজ করা, আলোচনা করার সুযোগ রয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে, যারা এগুলো বাস্তবায়ন করেন তারা বদ্ধ দরজা, বদ্ধ জানালা রেখে কাজটি করতে ভালোবাসেন। এটি দরজা বন্ধ রেখে করার মত কাজ না। সকলে যেন অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেভাবে মনের দরজা খুলে দেন তাহলে তামাক নিয়ন্ত্রণ করা অনেকটা সহজ হবে। আমি বলতে চাই, বাংলাদেশে যদি তামাক নিয়ন্ত্রণে একটি বিষয়ের ওপর জোর দিতে হয় সেটি হলো তামাকের কর।

প্রশ্ন: গত ১০ বছরের হিসাবে তামাক চাষ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে কি করা দরকার?

ডা. মোস্তফা জামান: প্রথম তামাকের পাতার চাহিদা কমাতে হবে। চাহিদা কমানোর জন্য যথেষ্ট কাজ হচ্ছে না। তামাক পাতা বিদেশে রপ্তানি হোক, এটা আমরা চাইতে পারি না। আমাদের জমির পরিমান কম, জনসংখ্যা বেশি। আমাদের খাদ্য আমদানী করতে হয়, সেটা দেখতে হবে। সেদিন পত্রিকায় দেখলাম, কত হাজার মেট্রিক টন চাল আমদানি করতে হবে। যে দেশকে চাল আমদানি করতে হয়, চাল যাদের প্রধান খাবার সেই দেশের জমি কেন তামাক চাষের জন্য ব্যবহার হবে? তামাক চাষ কমাতে হলে কৃষকদের নিয়ে কাজ করা দরকার। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যদি কৃষকদের তামাক চাষ থেকে নিবৃত্ত করতে কাজ করেন, তবেই তামাক চাষ কমানো সম্ভব।

যেখানে তামাক চাষ বেশি, সেসব এলাকায় যে টাস্কফোর্স কমিটি যদি চাষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন তাহলে এটা কমে আসবে। অন্য যে শস্যগুলো আছে সেগুলোতে যদি প্রণোদনা দেয় হয়, এবং তাদের উৎপাদিত শস্য ইন্সুরেন্সের আওতায় আনা গেলেও তামাক চাষ কমানো যাবে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তামাক নিয়ন্ত্রণ যুক্ত হয়েছে। কিন্তু এর বাস্তবায়ন কি প্রক্রিয়ায় হবে তা কিভাবে নিশ্চিত করা যায়?

ডা. মোস্তফা জামান: বিভিন্ন অধিদপ্তরে লাইন ডিরেক্টরের অফিসগুলোতে এটা অপারেশনাল প্ল্যান (ওপি) তৈরী করে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একটা "হেলথ অপারেশনাল প্ল্যান" হয়েছে। এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: তামাক কোম্পানিগুলোর সঙ্গে আলোচনা কিভাবে হবে তার নির্দেশনা এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩-এ আছে। বাংলাদেশ এফসিটিসির এ আর্টিকেল বাস্তবায়নে কি করা দরকার?

ডা. মোস্তফা জামান: এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ এর বাস্তবায়ন খুবই দরকার। না হলে কে সরকার, কে ইন্ডাষ্ট্রি এটা অনেক সময় বোঝা মুশকিল হয়ে যায় যেমন: ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির যে পরিচালনা বোর্ড আছে, সেখানে সরকারের প্রতিনিধি বেশি। ৯ জনের মধ্যে ৬ জন। তাহলে এটা কি সরকারী প্রতিষ্ঠান না বেসরকারী প্রতিষ্ঠান– এটা বোঝা কঠিন হয়ে যায়। সরকারের প্রতিনিধির আধিক্য থাকার কারণে বিএটি'র পক্ষে সরকারকে প্রভাবিত করা সহজ হয়ে যায়।

প্রশ্ন: এনবিআর বা অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর যারা কোন না কোনভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট তাদের গাইডলাইন বা কোড অব কন্ডাক্ট দরকার কি না?

ডা. মোস্তফা জামান: সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্যই গাইডলাইন থাকা দরকার। গাইডলাইনের একটা টেমপ্লেট আছে, কি ধরনের হবে। এ আলোচনা শুরু করতে হবে। তামাক কোম্পানির সাথে সরকারকে সাবধানতার সাথে কিছু নীতি মেনে আলোচনা করতে হবে, তা বুঝতে হবে।

প্রশ্ন: শিশুদের স্কুল, যেমন প্রাইমারী স্কুলের সামনে সিগারেটের দোকান। বাচ্চারা অল্পবয়সে সিগারেটের নাম ও সিগারেট দেখে এবং একধরনের কনসেপ্ট তৈরী হয়, এটা খারাপ কিছু না। সিগারেটের প্রমোশন হচ্ছে। সিগারেটকে সহজলভ্য করে তুলছে। পয়েন্ট অব সেলগুলো আমরা কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারি?

ডা. মোস্তফা জামান: এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাচ্চারা বাবা-মা থেকে দুরে থাকে সেই সময়ে তারা এটা ধূমপান শুরু করে, এডভেঞ্চারের জন্য, বা বন্ধু-বান্ধবের চাপে পড়ে। এজন্য উন্নত দেশগুলোতে স্কুলের আশেপাশে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে তামাক বিক্রয়কেন্দ্র থাকে না।

ভারতে যখন এধরনের আইন করার চেষ্টা করা হয়েছিলো যে স্কুলের সেন্টার থেকে একটা নির্দিষ্ট দুরত্বে তামাক বিক্রির দোকান থাকবে না তখন তামাক কোম্পানিগুলো প্রচন্ড বাধা সৃষ্টি করেছিলো।

তবু ভারত স্কুলের সামনে তামাক বিক্রয়কেন্দ্র নিষিদ্ধ করেছে। এ দেশেও এমন পদক্ষেপ নিতে হবে যেন স্কুলের গেইট, বা উল্টো পাশে যেন সিগারেট বা তামাকজাত পন্য বিক্রয় করতে না পারেন। স্থানীয় সরকার তথা সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ এটা করতে পারেন। আমি অনেকদিন থেকে বলে আসছি, তামাকপণ্য বিক্রি লাইসেন্সের আওতায় আনতে হবে। অদূর ভবিষ্যতে দেখতে চাই, এক শলাকা করে কোন তামাকপণ্য বিক্রি হবে না। আস্ত প্যাকেট বিক্রয় করতে হবে এবং প্যাকেটের সাইজ ২০ শলাকার নিচে হবে না। যদি এই দুটো বিষয় মানা যায়, তাহলে অনেক কিছুতে পরিবর্তন আসবে। ভবিষ্যতে আইনের যে সংশোধন হবে।

প্রশ্নঃ আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছি, এসডিজির স্বাস্থ্য বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রায় এফসিটিসির বাস্তবায়ন ও অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ– দুটো আলাদা টার্গেট আছে। প্রধানমন্ত্রী যে ঘোষণা দিয়েছেন যে ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করবেন। এসব অর্জন করতে গেলে কি করা দরকার?

মোস্তফা জামানঃ আসলে দুটো টার্গেট কিন্ত খুব আলাদা না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল এনসিডি মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক-এ ২০২৫ সনের মধ্যে অন্তত ২৫ ভাগ তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে। আর এসডিজিতে আছে ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ ভাগ কমাতে হবে।

আমি এ বিষয়ে খুব আশাবাদী। একসময় অনেকেই বলতো তামাক নিয়ন্ত্রণে কোন কাজ হয় না। তোমরা এত কিছু করো, কই ধূমপান তো হচ্ছে। কিন্তু যেগুলো হয় সেগুলো নিয়ে মানুষ খুব কম কথা বলে। বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণের অগ্রগতি অনেক বড় এবং এই বড়টাকে আরো বড় করতে আইনটার আরেকটা সংশোধন দরকার। সচিত্র সতর্কবাণী ৯০% করতে হবে। যদি প্লেইন প্যাকেজিংয়ে আসতে পারি, তাহলে খুবই ভালো। আর তামাকের কর খুব জোরালোভাবে বাড়াতে হবে।

আসলে আলাদা করে কিছু নয়, আমরা এমপাওয়ার-এর যে কথাগুলো বললাম, সেগুলো সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। কার কি কাজ এটা পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাহলেই এটা মনিটর করা সম্ভব। আমি মনে করি, সিগারেটের বা তামাকের এন্ড গেইম, শতকরা ৫ ভাগের কম ২০৪০ সনের আগেই অর্জন করা সম্ভব। এখন যে হারে চলছে, এখানে ওখানে পুশ দিলে বিশেষ করে তামাকের কর বৃদ্ধি বা তামাক চাষ এদুটো জায়গায় যদি হিট করা যায় তাহলে ২০৪০ সনের আগেই এটি অর্জন করা সম্ভব। তামাক বিক্রির জন্য 'লাইসেন্স' ও শলাকাভিত্তিক সিগারেট বিক্রি বন্ধ করতে পারলেও আমি আশা করি ২০৩৫ সালের মধ্যেই সে জায়গায় চলে আসবো।

২৩ পৃষ্ঠার পর

আবু নাসের খানঃ আমি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু এটুকু বুঝি, তামাক ব্যবহার কমাতে তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশে তামাকের মূল্য পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্ন। তামাকের মূল্য বাড়ানোর সঙ্গে কর আরোপ ও কর ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। কর বাড়লে দাম বাড়বে ও সরকারের রাজস্ব বাড়বে, কিন্তু তামাক ব্যবহার কমবে। তামাকের কর যে বাড়বে, কিভাবে বাড়বে, সেজন্য কোন নীতি নাই। আমার মনে হয়, এজন্য একটি নীতিমালা থাকা উচিত।

মুদ্রাস্ফিতী ও গড় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তামাকের উপর কর বাড়াতে হবে। এমনভাবে কর বাড়াতে হবে, যেন তামাকজাত দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য মুদ্রস্ফিতী ও গড় আয় বৃদ্ধির চাইতে বেশি হারে বাড়ে। মনে রাখতে হবে, তামাক থেকে রাজস্ব আয় মুখ্য নয়, তামাকজনিত মৃত্যু, পঙ্গুত্ব কমিয়ে আনা ও তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা কমিয়ে আনার মাধ্যমে উন্নয়ন টেকসই করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

প্রশ্নঃ তামাকের কর বৃদ্ধি বিষয়ে গতবছর আপনি অর্থমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছেন। আপনার সুপারিশের প্রেক্ষিতে অর্থমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন, যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে যদি কিছু বলতেন?

আবু নাসের খানঃ মাননীয় অর্থমন্ত্রী নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রাকবাজেট নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। সেখানে পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) চেয়ারম্যান হিসাবে আমি অংশ নিয়েছিলাম। আমি যেহেতু তামাক বিরোধী জোটের উপদেষ্টা, তাই আমার বক্তব্যে পরিবেশের বিষয়গুলোর পাশাপাশি তামাকের কর বৃদ্ধির সুপারিশ ছিল। আমরা অনেকেই কথা বলেছি, কিন্তু অর্থ মন্ত্রী আমার সুপারিশগুলো গুরুত্বসহ নিয়েছিলেন এবং আমার সুপারিশের প্রেক্ষিতে তিনি বলেছিলেন, 'বিড়ি শিল্প আর থাকতে পারে না'। সেটা আমাদের একটা বড় ধরনের সাহস যোগায়।

অর্থমন্ত্রী হয়ত আমার কথা এড়িয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় তিন যুগেরও বেশি। ৮০ ও ৯০ দশকে তাঁর সঙ্গে বিভিন্নরকম কাজে যুক্ত ছিলাম। তিনিও আমার অনেক কাজে যুক্ত ছিলেন। যেমন আমি যখন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) প্রতিষ্ঠা করি, তখন তাঁকে এর সভাপতির দায়িত্ব নেয়ার অনুরোধ জানালে তিনি সানন্দে রাজি হয়েছিলেন। বেশ কয়েক বছর আমরা পরিবেশ নিয়ে কাজ করেছিলাম। তিনি যেহেতু জানেন, আমি যা বলি, তা বিশ্বাস থেকে বলি এবং এ বিষয়ে আমি কাজও করি। তাই তিনি আমার সুপারিশকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

প্রশ্নঃ কেন তামাক নিয়ন্ত্রণ করা দরকার বলে আপনি মনে করেন?

আবু নাসের খানঃ তামাক পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে। তামাকের কারণে নানান ধরনের জটিল রোগ হয়। তামাক থেকে যে পরিমাণ রাজস্ব আয় হয়, তামাকজনিত রোগের চিকিৎসায় তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ব্যয় হয়। এটা শুধু সরকারের দিক থেকে না, পরিবারও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি যদি অসুস্থ্য হয়ে যায়, পুরো পরিবারটা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে, নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। অর্থনৈতিক ক্ষতিও হয়। মাদকাসক্তির প্রধান ধাপ হলো তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য। এছাড়া তামাককে উন্নয়নে হুমকি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেদিক থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশ ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত হবে–মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাকে কিভাবে দেখছেন?

আবু নাসের খানঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন (২০৪০ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ তামাকমুক্ত দেশ হবে), আমরা এটাকে সাধুবাদ জানাই। নি:সন্দেহে তামাক বিরোধী জোট এ বিষয়ে সরকারের পাশে থাকবে। কিন্তু এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারকে আরো সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। সরকারের প্রধান হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন কোন প্রত্যয় বা ঘোষণা দেন তখন এটা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের, সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তায়। পাশাপাশি, তামাক নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি সংগঠনগুলোরও সক্রিয় অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। সরকার উন্নয়নকে গুরুত্ব দিচ্ছে। উন্নয়ন টেকসই করতে তামাক নিয়ন্ত্রণের বিকল্প নাই।

তামাক নিয়ন্ত্রণে এটা উপযুক্ত সময়, একটা ভালো সুযোগ এসেছে, একটা ওয়েব এসেছে, মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। এখনই যদি সরকার তামাকমুক্ত করার পরিকল্পনা অর্জনে একটা রোডম্যাপ তৈরী করে তাহলে ২০৪০ সালের মধ্যেই দেশকে তামাকমুক্ত করা সম্ভব। এ পরিকল্পনায় আইনগত বিষয় (বিদ্যমান আইন বাস্তবায়ন ও সংশোধন) যেমন দরকার, তেমনি কারিগরি সহায়তাও দরকার। যেমন, যে দরিদ্র কৃষক তামাক চাষ করবে না সরকার কিভাবে তাকে সহায়তা করবে? এজন্য একটা নীতিমালা থাকা দরকার।

"তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" গড়ে তোলার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তা বেগবান করবার জন্য আমাদের বর্তমান আইনটাকে সংশোধনের মাধ্যমে আরো কার্যকর করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সরকারের এই উদ্যোগটাকে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট যেভাবে কাজ করে আসছে, একজন উপদেষ্টা হিসেবে আমি আশাবাদী আমরা আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবো। ব্যাক্তিগতভাবে আমিও তামাক বিরোধী কার্যক্রমে আরও সক্রিয় হওয়ার আশা করছি।

জনাব আবু নাসের খান, ছবি তুলেছেন সামিউল হাসান সজীব

প্রশ্নঃ আপনি ও আপনার সংস্থা পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) কিভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে?

আবু নাসের খানঃ আমি মূলত পরিবেশ সংগঠক। পরিবেশের ক্ষতি করে এমন সব বিষয়ই আমার কাজের আওতায় পড়ে। ৯০ দশকে দেশে যখন পরিবেশ বিষয়ক সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠে, আমি এর নেতৃত্ব দিয়েছি, অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করেছি। তামাক চাষ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিধায় তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণও আমার কাজের আওতায় পড়ে। পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করলে সেখানকার বাতাস দূষিত হয়। বাতাসও পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

আমি সরাসরি ১৯৯৫ সাল থেকে পরিবেশ রক্ষায় কাজ করছি। ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। এরপর সামাজিক আন্দোলন পরিচালনার জন্য পরিবেশ রক্ষার শপথ (পরশ) প্রতিষ্ঠা করি, যা ২০০০ সালে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) নামে পরিবর্তিত হয়েছিল। বর্তমান অর্থমন্ত্রী এএমএ মুহিত সাহেবকে বাপা'র প্রথম সভাপতি করা হয়েছিল, প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আমি ছিলাম সাধারণ সম্পাদক। আমি ও বাপা তামাক বিরোধী জোটের কর্মসূচিগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে। পরে ২০০৪ সালে যখন পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) প্রতিষ্ঠা করি। পবা পরিবেশের অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। পবা নিজস্বভাবে কাজ করছে এবং ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টসহ অন্যান্য যারা তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে, তাদের সাথে যৌথভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আমি এ সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত, দীর্ঘদিনযাবত এ সংস্থার উপদেষ্টা হিসাবেও সম্পৃক্ত রয়েছি।

তামাক সেবন জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি বেশি হয়, তামাকের কারণে লক্ষাধিক মানুষ মারা যায়, কয়েক লক্ষ পঙ্গুত্বের শিকার হয়। কিন্তু, তামাক চাষ প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশের ক্ষতি করে বেশি। তামাক চাষের কারণে মাটি-পানি-বায়ু দূষিত হয়। তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাত করার কাজে নির্বিচারে বৃক্ষনিধন হয়। তামাক চাষের কারণে বাংলাদেশের কৃষি জমি উর্বরতা শক্তি হারাচ্ছে, কৃষি জমি কমছে। তামাক চাষে যে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে এগুলোর কারণে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে, জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে, কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় বড় ধরনের ক্ষতি হচ্ছে। এসব বিষয়ে আমি ও আমার সংগঠন সাধ্যমত সক্রিয় রয়েছে।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে কোন ধরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন?

আবু নাসের খানঃ গত২২/২৩ বছরে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। শুরুর দিকে তামাক বিরোধী কার্যক্রম ছিল দিবসভিত্তিক। প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম এর আধূনিক ছিল। কিন্তু তামাক বিরোধী সামাজিক আন্দোলন বলতে যেটা বোঝায়, সেটা দেখেছি বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট প্রতিষ্ঠার পর। ৯৯ সালে বিএটি গোল্ডলীফ সিগারেটের প্রচারতরী 'ভয়েজ অব ডিসকভারী' প্রতিহত করার ক্ষেত্রে ডাব্লিউবিবি'র একটা উদ্যোগী ভূমিকা ছিলো। তাদের উদ্যোগে ঐ সময় বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন বাপা'র প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমরা খুবই সক্রিয় ছিলাম।

২০০৫ সালের আগে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ছিল না, সবখানে তামাকের বিজ্ঞাপন, সিগারেটের বিলবোর্ড দেখা যেত। পত্রিকায়, টিভি চ্যানেলে তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচার হতো। তামাক কোম্পানিগুলো উঠতি বয়সী ছেলেমেয়েদের তামাকের নেশায় আসক্ত করতে কনসার্টসহ নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করত। যে কোন জায়গায়, যে কোন পরিবহনে মানুষ ধূমপান করত।

তখন তামাক নিয়ন্ত্রণে খুব বেশি সংগঠন কাজ করেনি। তখন তামাক নিয়ন্ত্রণ কাজটা খুব কঠিন ছিলো। এই কঠিন সময়েও তামাক বিরোধী জোট কাজ করেছে। জোট শুধু আইনের দাবি করেনি, আইনের খসড়া প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে এডভোকেসি ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে নীতি নির্ধারকদের সমর্থন আদায় করে জাতীয় সংসদ থেকে পাশ করানোতে সক্রিয় ছিল জোট। এর পরে আইন বাস্তবায়নেও কাজ করেছে, এখনও করছে।

সারাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরালো করতে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকার জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন করেছে। এছাড়া তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নকে গতিশীল করতে জাতীয়, জেলা ও উপজেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স গঠন করেছে। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এসব টাস্কফোর্সের সদস্য। ফলে সারাদেশে এসব টাস্কফোর্স সক্রিয়করণসহ আইন বাস্তবায়নে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে কাজ করেছে জোট ও জোটভুক্ত সংগঠনগুলো।

আইন বাস্তবায়নে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেল, আইনে অনেক দুর্বলতা রয়ে গেছে, যা আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। পরবর্তীকালে এটাকে আবার সংশোধনের জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সংগঠনকে একত্র করে কাজ করার যে প্রক্রিয়া, এটা খুব অসাধারণভাবে তামাক বিরোধী জোট করে আসছে এবং সেখানে আমারও একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিলো। তামাক কোম্পানিকে বৃক্ষরোপনের জন্য জাতীয় পুরস্কার দেয়া হতো। যেখানে তামাক চাষের জন্য হাজার হাজার গাছ কাটা হতো, তামাক কোম্পানি তাদের অপকর্ম ধামাচাপা দিতে ইপিল ইপিল, ইউক্যালিপটাস এর মত বিদেশী গাছ লাগাত। এসব গাছ তাড়াতাড়ি বেড় উঠত, যেন আবার কেটে তামাক পাতা চুল্লীতে শুকাতে ব্যবহার করা যায়! এসব গাছ একদিকে মাটি থেকে বেশি পুষ্টি টেনে নিত, ফলে অন্যান্য দেশী জাতের গাছ টিকতে পারত না। অন্যদিকে এসব গাছে পাখিও আসত না। তামাক কোম্পানির এসব পরিবেশবিধ্বংসী কার্যকলাপ আমরা প্রচার করি। আমাদের প্রতিবাদে তামাক কোম্পানিকে বৃক্ষরোপনের জন্য পুরস্কার দেয়ার প্রবণতা বন্ধ হয়েছে।

২০০৮ সালের পর থেকে এ খাতে দেশি-বিদেশি অর্থায়ন হচ্ছে, ফলে অনেক সংগঠন নতুন নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে, হচ্ছে। সামাজিক আন্দোলন বেগবান হওয়ায় সরকারের দিক থেকেও অগ্রগতি হয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণকে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে, এটা দৃশ্যমান হয়েছে। তামাকের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবার্তা এসেছে। পাবলিক প্লেস/পরিবহন ধূমপানমুক্ত হয়েছে। তামাকের সবরকম বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ হয়েছে। ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের কাছে তামাক বিক্রি বা তাদের দ্বারা বিক্রি নিষিদ্ধ হয়েছে। আইন বাস্তবায়নে কিছু দুর্বলতার কারণে এসব পরিবর্তনের সুফল সমানভাবে পাওয়া যাচ্ছে না, এটাও সত্য।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সুপারিশের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ আনুষ্ঠানিকভাবে ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে তামাক নিয়ন্ত্রণকে যুক্ত করেছিল। তামাকের উপর ১% স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর আরোপ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন। এসব ইতিবাচক পরিবর্তন।

আগে সরকারী অফিসে প্রায়ই দেখা যেত সিগারেট বা সিগারেটের প্যাকেট অফার করতো, এখন আর এমন প্রচলন নাই। এখন সরকারী অফিসগুলোতে কেউ ধূমপান করলেও লুকায়ে খায়। এখন তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটা অনেকের কাছে পরিচিত।

প্রশ্নঃ এ সময়কালে দেখা গেছে, তামাক চাষ বেড়ে গেছে। এর কারণ কী বলে মনে করেন?

আবু নাসের খানঃ আমার মনে হয়, তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে দৃশ্যত সরকার, সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ব্যর্থ হয়েছে। যে কারণে গত ১০ বছরে তামাক চাষ অনেক বেড়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের যে অঙ্গীকার, কৃষি বিভাগের লোকজন সে অঙ্গীকার ধারণ ও তদানুযায়ী কাজ করেনি। নইলে খাদ্যের জমিতে তামাকের মত নেশাসৃষ্টিকারী, প্রাণঘাতী বিষাক্ত পণ্যের চাষ হতো না। কৃষককে আমরা বিকল্প দিতে ব্যর্থ হয়েছি, কৃষকের উৎপাদিত ফলের বাজার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছি। যে কারণে দরিদ্র কৃষক তামাক চাষ করছে। তামাক কোম্পানিগুলো কৃষকদের আগাম ঋণ, তামাকের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ করে আসছে। এগুলো মনিটর করে বন্ধ করা যায়নি। সরকার তামাক চাষে কোন ঋণ দেয় না, সার দেয়া না। কিন্তু তামাক চাষে ব্যবহৃত লক্ষ লক্ষ মন সার কোথা থেকে আসছে, তার কোন মনিটরিং নেই। তামাক নিয়ন্ত্রণ যত সংগঠন কাজ করে, এদের অনেকেই তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে সোচ্চার নয়, এটাও একটা কারণ।

প্রশ্নঃ পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত করার অনেক উদ্যোগে আপনি সম্পৃক্ত ছিলেন। এ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাই।

আবু নাসের খানঃ ২০০৫ সালের আগে দেশে যে কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে ধূমপায়ীরা ধূমপান করতো। বাসে চলাচল করতে গিয়ে দেখতাম, পাশে বসে অনেকে ধূমপান করছে। কিছু বলা যেত না, বলতে গেলে বিরূপ আচরণ করত। অধূমপায়ীদের কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু ২০০৫ সালে আইন হওয়ার পরে মাঝে মধ্যে দু-একজন বাসে বা পাবলিক প্লেসে ধূমপান করলেও প্রেক্ষাপটটা বদলে গেছে। এখন অধূমপায়ীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু পাবলিক প্লেসও পাবলিক পরিবহনগুলো যারা তত্ত্বাবধান করেন, আইন অনুযায়ী তাদের প্রতিষ্ঠান ধূমপানমুক্ত রাখা ও এজন্য সাইনবোর্ড লাগানোর ক্ষেত্রে তাদের উদাসীনতা বা উদ্যোগের অভাব ছিল।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও অন্যান্যদের দাবির মুখে বা জনস্বাস্থ্য উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন করেছে। কিন্তু নানা কারণে আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যাচ্ছিল না। পরবর্তী সময়ে তামাক বিরোধী জোট যখন সরকার, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে দেন-দরবার করেছে, তখন থেকে আইনের বাস্তবায়নে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।

বিশেষ করে, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপির সদর দপ্তর, পুলিশের সদর দপ্তর কিংবা পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটিতে (বিআরটিএ) গিয়ে সেখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের কর্মস্থল আইন অনুযায়ী ধূমপানমুক্ত করার জন্য আলোচনা করেছে, এসব আলোচনায় আমি ছিলাম। ফলে দেখা গেছে, যখন থানা ধূমপানমুক্ত হয়েছে, আনসার ও ভিডিপির অফিস ধূমপানমুক্ত হয়েছে, তখন ক্রমশ অন্যান্য অফিসও ধূমপানমুক্ত হয়েছে। পুলিশের এমন নির্দেশনাও এসেছে, পোশাক তথা ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় কেউ যেন ধূমপান না করে। এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু একদিনে হয়নি। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে।

প্রশ্নঃ তামাক বর্জনে সহায়তা কর্মসূচির কোন পর্যায়ে আছে বলে মনে করেন?

আবু নাসের খানঃ এখন তামাক নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এজন্য আইন করা হয়েছে। কিন্তু অনেক মানুষ ধূমপান করছে, তামাকজাত দ্রব্য যেমন; জর্দা, গুল গ্রহণ করছেন। যারা একবার আসক্ত হয়ে যায় তাদেরকে কিভাবে আসক্তি থেকে মুক্ত করা যায় এবং সেটার একটা প্রয়াস নেয়া প্রয়োজন। নেশায় আসক্তদের এ থেকে মুক্ত করার কাজ বিভিন্ন দেশে শুরু হয়েছে। তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের দেশে উপযোগী একটা পরিকল্পনা তৈরী করা দরকার। সরকারের একটা টেলিফোন লাইন থাকা দরকার, যেখানে তারা কি ধরনের সার্ভিস দিবে, তারও নির্দেশনা থাকবে। যেমন, তামাক সেবনে কি ধরনের শারীরিক-মানসিক-আর্থিক-পারিবারিক/সামাজিক ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত জানানো এবং আসক্তদের নেশা ছাড়তে পরামর্শ দেওয়া। হঠাৎ করে তামাক ছাড়লে কিরকম প্রভাব পড়তে পারে, এসব প্রভাব কিভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব এ ধরনের পরামর্শ থাকাও দরকার।

প্রশ্নঃ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী এসেছে। কিন্তু, বিড়ি, জর্দা বা গুলের প্যাকেটে আইন অনুযায়ী মুদ্রণ হচ্ছে না। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

আবু নাসের খানঃ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তামাক সেবনের ভয়াবহতার ছবি কিংবা একজন অসুস্থ্য ব্যক্তির ছবি প্রদান মানুষের মনোজগতে বেশি প্রভাব ফেলে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকলেও তামাক কোম্পানিগুলো, বিশেষত বিড়ি, জর্দা, গুল কোম্পানিগুলো তা পালন করছে না। আমি যতদুর দেখেছি, ছবিগুলো অস্পষ্টভাবে ছাপানো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী ছাপানো হয় না। এজন্য এসব কোম্পানিকে শাস্তি দেয়া দরকার।

যেহেতু ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গড়ার ঘোষণা এসেছে, সেহেতু অষ্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের মত প্রায় সবটুকু অংশ জুড়েই স্বাস্থ্য সতর্কবাণী দেয়া দরকার। যেটা প্লেইন প্যাকেজিং বা সাদামাটা মোড়ক হিসাবে অভিহিত করা হয়। এখনই যদি আমরা সাদামাটা মোড়ক নাও করতে পারি তবে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্যাকেটের উপরের দিকে ৯০% করা যায়।

প্রশ্নঃ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

আবু নাসের খানঃ অন্য যে কোন আইনের চেয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভালভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে। মূলত তামাক কোম্পানিগুলো কয়েকটি ধারা লঙ্ঘণ করছে। তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনা যায়নি–এটা একটা বড় দুর্বলতা। যেমন: তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্রে বিড়ি, সিগারেটের বিজ্ঞাপন, এজন্য তামাক কোম্পানিগুলো প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। তারা ছোট ছোট দোকানদারকে আইনের ভুল/মিথ্যা তথ্য দিয়ে তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচারে প্রলুব্ধ করছে। ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলোকে শাস্তি দেয়া যাচ্ছে না বিধায় তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্রে বিজ্ঞাপন বন্ধ করা যাচ্ছে না। ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গড়বো বলে প্রধানমন্ত্রী যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন সেটা অর্জন করতে হলে আইন লঙ্ঘণের দায়ে অভিযুক্ত তামাক কোম্পানিগুলোকে কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

বিড়ি-জর্দা-গুল কোম্পানিগুলোকে নজরদারির মধ্যে আনা দরকার। তাহলে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এনটিসিসি যৌথভাবে এ কাজ করতে পারে।

আইন বাস্তবায়নের বিষয়টি মনিটর করার জন্য এনটিসিসি এবং জাতীয়, জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটিগুলোকে সক্রিয় করতে হবে। তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা দরকার।

প্রশ্নঃ তামাকের মূল্য বৃদ্ধির জন্য কি কি করা দরকার বলে আপনি মনে করেন?

আবু নাসের খানঃ তামাকের কর বৃদ্ধির কথা বললে সরকারের ভিতর কাউকে কাউকে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়। এরা আসলে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে তামাক কোম্পানির সুবিধাভোগী। রাজনীতিবিদ থেকে সরকারি চাকুরিজীবী– সবখানে তামাক কোম্পানির সুবিধাভোগীরা রয়েছে। তাদের বক্তব্য এটি সরকারের একটি আয়ের উৎস। এরাই মূলত নীতিনির্ধারকদের ভুল তথ্য দিয়ে প্রভাবিত করত।

তামাক কোম্পানির সুবিধাভোগীরা এখনও রয়ে গেছে, যে কারণে তামাকের উপর কর সঠিকভাবে বাড়ছে না। তামাক চাষে সরকার এখন সার দেয় না, কিন্তু তামাক কোম্পানিগুলো এত সার পায় কোথায়? এসবের কোন মনিটরিং নাই। খাদ্যের জমিতে কেন তামাক চাষ হচ্ছে?

তবু ধীরে ধীরে অবস্থা পরিবর্তন হচ্ছে। এখন শত শত এমপি তামাকের উপর কর না বাড়নোর জন্য চিঠি দেন না। বরং অনেক এমপি এখন কর বাড়ানোর দাবি জানান। সরকারের পলিসি লেভেলে যারা আছেন যেমন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রী – তারা কিন্তু তামাকমুক্ত চান। আমাদের উচিৎ সরকারের উচ্চ মহলে তামাক কোম্পানির অপতৎপরতা সম্পর্কে অবহিত করা।

পরবর্তী অংশ ২১ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট সম্মাননা পেলেন জাতীয় অধ্যাপক ব্রি. (অব.) ডা. আবদুল মালিক

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট সম্মাননা পেলেন দেশের খ্যাতনামা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর প্রতিষ্ঠাতা, ইউনাইটেড ফোরাম এগেইনেস্ট টোব্যাকো (উফাত) এর সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অবসরপ্রাপ্ত) ডা. আবদুল মালিক। গত ৭ অক্টোবর ২০১৭ সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর উদ্যোগে "জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উদযাপন ও সম্মাননা প্রদান" অনুষ্ঠানে এ সম্মাননা তুলে দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উপদেষ্টা ও বিএসএসএমইউ এর সাবেক ভাইস চ্যান্সলর অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত, সভাপতিত্ব করেন জোট'র সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোসা. নাছিমা বেগম, দ্যা ইউনিয়নের কারিগরি উপদেষ্টা এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল হেলাল আহমেদ এবং প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল।

এ সময় বক্তারা অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও তামাক নিয়ন্ত্রণে জাতীয় অধ্যাপক ব্রি. (অব.) ডা. আবদুল মালিক-এর ভুয়সী প্রশংসা করেন। জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস উদযাপনের আরও সংবাদ পড়ুন পৃষ্ঠা ৭-এ।

তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য মনিটরিং বৈজ্ঞানিকভাবে ও সরকারের উদ্যোগে নিয়মিতভাবে করা দরকার - অধ্যাপক ড. মোস্তফা জামান

অধ্যাপক ড. মোস্তফা জামান বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রকাশনা ও গবেষণা এডভাইজর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ২০০৩ সাল থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বাংলাদেশ কার্যালয়ে যোগ দেন এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ ও অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাঁর সময়কালে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ ও বিধিমালা ২০০৬ জারি, ২০০৭ সালে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল প্রতিষ্ঠা ও সক্রিয়করণ, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী পাসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। এছাড়া ইমপ্যাক্ট অব টোব্যাকো রিলেটেড ইলনেস শিরোনামের বহুল আলোচিত গবেষণার পাশাপাশি গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে, গ্লোবাল ইয়ুথ টোব্যাকো সার্ভেসহ বিভিন্ন জাতীয় পর্যায়ের গবেষণা কাজেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তামাক নিয়ন্ত্রণ গবেষণা সমৃদ্ধ করতে তাঁর ভূমিকা অগ্রগণ্য।

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এমপাওয়ার নীতি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ক গবেষণার অংশ হিসাবে তাঁর সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে। এটি অনুলিখন করেছেন মো. আবু রায়হান।

পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাতকার পড়ুন ১৯ পৃষ্ঠায়

তামাক নিয়ন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার অনুযায়ী কাজ করছে না কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, যে কারণে তামাক চাষ বাড়ছে - পরিবেশবিদ আবু নাসের খান

বাংলাদেশে পরিবেশ বিষয়ক সামাজিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা জনাব আবু নাসের খান। তিনি ৯০ দশকের শেষ দিকে পরিবেশ রক্ষা শপথ (পরশ) প্রতিষ্ঠা করেন, যা ২০০০ সালে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) নাম ধারণ করে। এছাড়া ২০০৫ সালে তিনি পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নের্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন বর্তমানে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তিনি এর সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন এবং গত এক যুগের বেশি সময় তিনি জোটের উপদেষ্টা হিসাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

রমনা থানা ধূমপানমুক্তকরণ, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপির কার্যালয় ধূমপানমুক্তকরণ, পরিবেশ অধিদপ্তর ধূমপানমুক্তকরণসহ বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের বিভিন্ন কর্মসূচিতে তিনি নের্তৃত্ব প্রদান করেছেন। এছাড়া জাতীয় সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, জাতীয় সংসদের চীফ হুইপসহ নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে সাক্ষাতকালে তিনি জোট প্রতিনিধি দলের নের্তৃত্ব প্রদান করেন।

বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এমপাওয়ার নীতি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ক গবেষণার অংশ হিসাবে তাঁর সাক্ষাতকার সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান ও অনুলিখন করেছেন মো. আবু রায়হান।

পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাতকার পড়ুন ২১ পৃষ্ঠায়

৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদযাপন করুন

আগামী ৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও দিবসটি উদযাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট। জোটভুক্ত সংস্থাগুলো জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স ও অন্যান্য তামাক বিরোধী সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে দিবসটি উদযাপন করবে।

এ বিষয়ে তথ্যগত সহায়তার জন্য জোটের সচিবালয়ে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

Book Post

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী **সাইফুদ্দিন আহমেদ** কর্তৃক 'বাড়ি নং ১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়ের বাজার, ঢাকা ১২০৭' থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত

ফোন: ৮৮-০২-৯১১২৪৪৬, ০৪৪৭৫৬২৯২৭৩, ০১৫৫২-৪৯৩৫১৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৬২৯২৭১, ই-মেইল: info@bata.net.bd ওয়েব: www.bata.net.bd